কর্মই জীবন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত উদ্ভাবক কর্মকর্তা কর্তৃক
"বেকারমুক্ত গ্রাম" সৃজনের পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন।

"বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগার গল্প"

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম মহিবুল্লার সমাধি, রূপসা

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগা, রূপসা, খুলনা।

রূপসা সেতু, রূপসা. খুলনা

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের আদি ভিটা, পিঠাভোগ রূপসা

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগা, রূপসা, খুলনা।

বাস্তবায়নে ঃ মোঃ আবু বকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, রূপসা, খুলনা।

মোবাইল : ০১৭১১-০৬১৪২৭

ই-মেইলঃ md.abubakarmolla70@gmail.com

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের নিকট থেকে বিভাগীয় শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবকের পুরস্কার গ্রহণ করছেন উদ্ভাবক মোঃ আবু বকর মোল্লা

বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিতব্য উদ্ভাবন মেলার স্টলে মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব এন,এম জিয়াউল আলম মহোদয়ের সাথে উদ্ভাবক

যুব ভবনে অনুষ্ঠিতব্য উদ্ভাবনের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন জনাব আনোয়ারুল করিম, মহাপরিচালক, পরিচালক প্রশাসন ও পরিচালক (দাঃ ও ঋণ)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত উদ্ভাবক কর্মকর্তা কর্তৃক
"বেকারমুক্ত গ্রাম" সৃজনের পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন।

"বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগার গল্প"

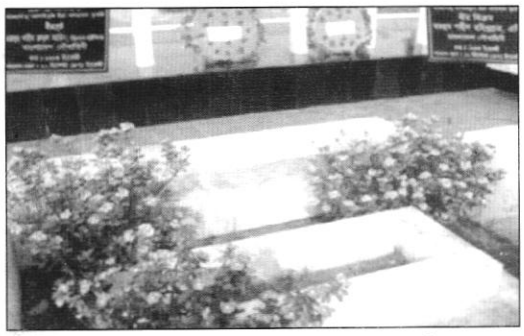

বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ও বীর বিক্রম মহিবুল্লার সমাধি, রূপসা

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গা, রূপসা, খুলনা।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের আদি ভিটা, পিঠাভোগ রূপসা

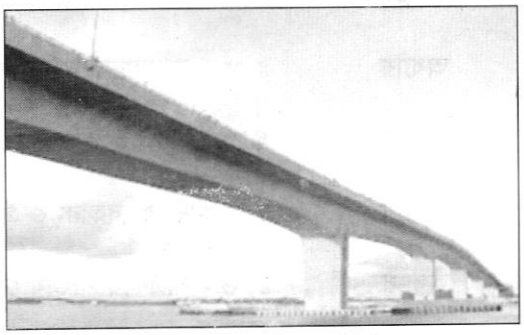

রূপসা সেতু, রূপসা. খুলনা

বাস্তবায়নে ঃ মোঃ আবু বকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, রূপসা, খুলনা।

মোবাইল : ০১৭১১-০৬১৪২৭

ই-মেইল: md.abubakarmolla70@gmail.com

সূচিপত্র :

১। মুখবন্ধ ঃ

২। কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

৩। প্রাসংগিকতা ঃ

৪। পটভূমি ঃ

অধ্যায় ঃ ১ - বেকারমুক্ত গ্রাম গঠনের লক্ষ্য

অধ্যায় ঃ ২ - উদ্ভাবনী গল্পের বয়ান

অধ্যায় ঃ ৩ - বাস্তবায়ন কর্মকৌশল

অধ্যায় ঃ ৪ - এটুআই প্রকল্পের কৌশলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

অধ্যায় ঃ ৫ - চিত্রে বেকারমুক্ত গ্রামের কার্যক্রম

অধ্যায় ঃ ৬ - পত্রিকার পাতায় বেকারমুক্ত গ্রামের প্রতিবেদন

অধ্যায় ঃ ৭ - বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগার ডাটাবেজ অনুসারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার, নিরক্ষর বিভিন্ন অনুদান/উপকরণ গ্রহণকারীর তালিকা

উৎসর্গ

আমার গর্ভধারিনী মা-কে
যার ছোঁয়া ও ছায়ায়
আজ সমহিমায় উদ্ভাসিত....

মুখবন্ধ

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলাধীন মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামকে বেকারমুক্ত গ্রাম ঘোষণার পাইলট প্রকল্প "বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গার গল্প" নামে একটি গ্রন্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের উদ্যোগে উদ্ভাবক কর্তৃক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

সরকারী সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প সরকারি কর্মকর্তাদের আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে সেবাখাত আরও উদারীকরণের কার্যকর ভূমিকা রেখে চলছে। বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ এর মাধ্যমে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে ও ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন বাস্তবায়নে এ উদ্ভাবনের গল্পটি ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়াতে হলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় বাড়ানোর বিষয় আগে ভাবা দরকার। মাছুয়াডাঙ্গা নামক একটি গ্রামকে বেকারমুক্ত করা হয়েছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এটি একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে।

উদ্ভাবক মোঃ আবু বকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রূপসা, খুলনার যদিও এটি প্রথম প্রকাশিত কোন গ্রন্থ সেহেতু ভুল-ভ্রান্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবুও তার এই ক্ষুদ্র প্রায়সকে স্বাগত জানাতে হয়। তিনি যেভাবে তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা, মেধা, মননশীলতা, নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি গ্রামকে বেকারমুক্ত করেছেন তারই ধারাবাহিক বিবরনী এই পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে।

দেশের কল্যাণে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পুস্তিকাটি মূল্যায়ন পূর্বক সেবা খাতকে জনগনের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটিই সকলের প্রত্যাশা।

এন এম জিয়াউল আলম
সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই জনাব আব্দুস সামাদ, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা মহোদয়কে, যিনি আমাকে এটুআই কার্যক্রম প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন এবং এটুআই প্রকল্পের সকল কর্মকর্তাদের যাদের বদৌলতে বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্পটি আলোর মুখ দেখেছে। বিশেষ করে জনাব মানিক মাহমুদ, হুমায়ুন কবির, সানাউল হক, মিজানুর রহমান, মির্জা রকিবুল হাসানের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইলো। কৃতজ্ঞতা জানাই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাবেক মাননীয় সচিব জনাব নুর মোহম্মদ স্যার, মহাপরিচালক জনাব আনোয়ারুল করিম স্যার, যাদের সরাসরি তদারকির ফলে এ প্রকল্পটি সফলতার মুখ দেখেছে। তাঁদের দিক নির্দেশনায় আমি সাহস পেয়েছি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে। শুধু এ প্রকল্পই নয় গোটা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এক আলোক বর্তিকা। তিনি অধিদপ্তরের আমুল পরির্বতন নিয়ে আসছেন তাঁর কর্মকালীন সময়ে। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই জনাব এরশাদ-উর-রশীদ পরিচালক (দাঃবিঃ ও ঋণ) এবং ইনোভেশন অফিসারকে যিনি গ্রাম জরীপ ও জরীপ ফরমের নমুনা প্রস্তুতসহ সরেজমিনে মাছুয়াডাঙ্গা গ্রাম পরিদর্শন করে প্রকল্পের মান অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখেছেন । উপ-পরিচালক জনাব মাসুদা আখন্দকে ধন্যবাদ যিনি ফোনে সব সময় সাহস যুগিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), খুলনা জনাব খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমানকে, যিনি মাছুয়াডাঙ্গা গ্রাম পরিদর্শন করে প্রকল্পটি মূল্যায়ন করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই সাবেক জেলা প্রশাসক জনাব মোস্তফা কামাল, বর্তমান জেলা প্রশাসক জনাব নাজমুল আহসান স্যারকে। যিনি খুলনায় যোগদানের পর পরই প্রকল্পটির খোজ নিয়েছেন এবং মাছুয়াডাঙ্গা গ্রাম পরিদর্শন করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই কেবিনেট ডিভিশনের সচিব, (সমন্বয় ও সংস্কার) জনাব এন, এম জিয়াউল আলম এবং কেবিনেট ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব জনাব মাকছুদুর রহমান পাটোয়ারীকে যারা প্রশিক্ষণ চলাকালিন প্রকল্পটির প্রশংসা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর খুলনার সাবেক উপ-পরিচালক খান মাহবুবউজ্জামান, সহকারী পরিচালক জনাব মতিয়ার রহমান (চঃ দাঃ), সহকারী পরিচালক, খুলনা জনাব হেমায়েত উদ্দিন এবং বর্তমান উপ-পরিচালক, খুলনা জনাব মোঃ মোস্তাক উদ্দীন, সহ খুলনা জেলার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই খুলনা ৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এস,এম মোস্তফা রশিদী সুজা মহোদয়কে যিনি ঐ গ্রামে বিনামূল্যে ২টি সেলাই মেশিন অনুদান দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই আলহাজ্ব সরদার মাহাবুবার রহমান, কমান্ডার খুলনা জেলা ইউনিট কমান্ডকে কৃতজ্ঞতা জানাই জনাব কামাল উদ্দিন বাদশাকে উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় যিনি মাছুয়াডাংগা গ্রামে কাজের অগ্রগতি অসংখ্যবার পরিদর্শন করেছেন। উপজেলা পরিষদ থেকে প্রকল্পটির শুরুতে ডাটাবেজ প্রস্তুতের জন্য ২জন খন্ডকালিন শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাবদ ৩৮০০০/- টাকা অনুদান দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই জনাব মোঃ ছাদেকুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়কে যিনি মাছুয়াডাংগায় বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজনে ডাটাবেজ প্রস্তুতের কাজ উদ্বোধন করেন ও উপজেলা পরিষদের অর্থ ছাড়ে সহায়তা করেন এবং বর্তমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ ইলিয়াছুর রহমান স্যারকে। কৃতজ্ঞতা জানাই উপজেলা পরিষদের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান জনাব শাহিনা আক্তার লিপি এবং জনাব আব্দুল্লাহ যোবায়েরকে। কৃতজ্ঞতা জানাই উপজেলা পরিষদের সম্মানিত সকল কর্মকর্তাদের যারা বিভিন্নভাবে গৃহীত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই রূপসা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব তরুন চক্রবর্তী বিষ্ণু ও সাধারন সম্পাদক জনাব তরিকুল ইসলাম ডালিম সহ প্রেস ক্লাবের সম্মানিত সকল উপদেষ্টা ও সদস্যদের যাদের লিখনির মাধ্যমে প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কে মানুষ স্বচ্ছ ধারনা পেয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই জনাব সামছুজ্জামান শাহিন, News 24 চ্যানেলের বিভাগীয় প্রধান ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের ব্যুরো চিফ এবং জনাব মামুন রেজা সাধারন সম্পাদক, খুলনা প্রেস ক্লাব ও চ্যানেল 24 এর খুলনা ব্যুরো চিফ এবং দৈনিক সমকালের খুলনা ব্যুরো চিফকে, জনাব সুনিল দাস, এসএ টিভি খুলনার ব্যুরো চিফকে, জনাব এইচ এম আলাউদ্দিন, স্টাফ রিপোর্টার দৈনিক পূর্বাঞ্চলকে। যারা খুলনা থেকে মাছুয়াডাংগা গ্রামে সরেজমিনে (বাড়ী বাড়ী গমন করে) পরিদর্শন পূর্বক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলে ব্যাপক প্রচার করেছেন।

সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার নিজ কার্যালয়ের সকল সহকর্মীকে, যারা আমার সাথে থেকে সরাসরি প্রকল্পের কাজ করেছেন এবং উপজেলা টেকনিশিয়ান অনিকুজ্জামানকে যিনি আমাকে সার্বক্ষনিক কম্পিউটার টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি নৈহাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কামাল হোসেন বুলবুলের প্রতি যিনি প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই মাছুয়াডাংগা ইউ,পি সদস্য জনাব আঃ গফুর খানকে যিনি প্রায় প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহন করেছেন, সহয়তা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই নিউ হলি চাইল্ড কিন্ডার গার্টেন স্কুলের শিক্ষক মন্ডলী ও কমিটিকে যারা প্রশিক্ষণ ও সভা সেমিনার আয়োজনের জন্য স্কুলটি ব্যবহারে সহযোগিতা দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই রূপসা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ফ,ম, আঃ ছালামকে যিনি প্রতিটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন এবং ঋণ প্রদান কাজে বেকারদের সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই নৈহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব রবিউল ইসলামকে যিনি বেকারদের ঋণ প্রদান কাজে সহয়তা করেছেন। সর্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামের আপামর জনসাধারনকে যারা পাইলট প্রকল্প সফল করার জন্য সার্বিক সহায়তা করেছেন।

পটভূমি

কর্মক্ষম যুব সমাজ একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি। প্রস্তর যুগ হতে আধুনিক সমাজ বিনির্মানে দুরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব আর নিরলস পরিশ্রম ও এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ বিনির্মানের পথ পরিক্রমায় ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযদ্ধে যুব সমাজের ভূমিকা ছিল মূখ্য। ১৯৭২ সালে প্রনীত বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪, ১৭, ২০ অনুচ্ছেদগুলিতে যুব শ্রেনীসহ সমগ্র জনগণের কল্যান ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের যুব সমাজকে যুব শক্তিতে পরিণত করার ব্রত নিয়ে ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

যুবদের উন্নয়নের জন্য চীন দেশের এই প্রবাদটি যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। if you plan for a year, plant paddy, if you plan for ten years, plant trees, if you plan for hundred years, Develop youth.

আমি আশা করি এদেশের দুরদৃষ্টি সম্পন্ন পরিকল্পনাবিদ ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র নায়কগন উপরোক্ত প্রবাদের আলোকে এদেশের বিপল যুব সমাজের দীর্ঘমেয়াদী সেবা, সক্ষমতা ও দক্ষতাকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়োপযোগী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ১৯৭১ থেকে ২০১৬ একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সোপানে কম সময় নয়। এসময়ের মধ্যে যতটা এগিয়ে যাবার কথা ছিল নানা কারণে সেটা হয়তো সম্ভব হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী উন্নয়ন ভাবনা এবং বিশাল যুব সমাজের অফুরন্ত কর্মচাঞ্চল্যে এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাবার পালা। সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের এ অগ্রযাত্রাকে রোধ করার সাধ্য কারো নেই। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা একদিন স্বর্নোজ্জ্বল দেশ হিসাবে অন্যান্য দেশের কাছে দৃষ্টান্ত হওয়ার মহাসড়ক পাড়ি দিচ্ছে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। এম,ডি,জি অর্জনের সফলতা থেকে এস,ডি,জি অর্জনে ধাবমান বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন, বিদ্যুতের ঘাটতি নাই বললে চলে, বছরের শুরুতে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে বিনামুল্যে নুতন বই বিতরন, মাতৃ ও শিশুর মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, ১০ টাকা মূল্যে চাউল বিতরন, ন্যাশনাল সার্ভিসের মাধ্যমে বেকার যুবদের অস্থায়ী কর্মসংস্থান, কমিউনিটি ক্লিনিক এ বিনামুল্যে ৩২ প্রকার ফ্রি ঔষুধ প্রদান, ইউডিসির মাধ্যমে ডিজিটাল সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানো, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, ভিজিএফ, ভিজিডি প্রদান অসংখ্য উন্নয়ন মূলক কাজ আজ দৃশ্যমান। সে দিন বেশি দুরে নয়, যেদিন বাংলাদেশ দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশ এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নকারী তাঁর সুযোগ্য কন্যার স্বপ্নের উন্নত দেশ হিসাবে বিশ্ব সমাজে গর্বের সাথে মাথা উচু করে দাড়াবে।

প্রাসংগিকতা

নেপোলিয়ন বলেছিলেন "আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব"। এ কথার সূত্র ধরে আমি বলতে চাই 'আমাকে একজন আদর্শ যুব দাও, আমি তোমাকে একটি স্বনির্ভর জাতি দেব"। আমার এ দাবি অত্যুক্তি হবে না। উল্লিখিত উক্তি দুটিতে মা ও আদর্শ যুব এ দুটি গোষ্ঠীকে একটি আলোকবর্তিকা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। পথহারা পথিকের কাছে প্রগাঢ় অন্ধকারে দুরের একটি জলন্ত প্রদীপ যেমন তাকে দিক নির্দেশনা দেয়, যোগায় ভগ্ন হৃদয়ে নতুন আশা, ঠিক তেমনি একজন ভাল মা শত সহস্রযোগ্য সুসন্তান সৃষ্টির অনুপ্রেরণা যোগায় এবং একজন আদর্শ যুব অনুপ্রেরনা যোগায় লক্ষ কোটি আদর্শ যুব সৃষ্টি করতে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকারের দক্ষ পরিচালনায় ২০২১ সালে মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে বেকারত্ব এক বিষবৃক্ষ। সন্ত্রাস, মাদকাশক্তি, নৈতিক অবক্ষয়, চাঁদাবাজি, দখলবাজী, কারীগরি জ্ঞানের অভাব, শিক্ষিত যুবদের সম্মানজনক কর্মসংস্থানের অভাব যুবদের অন্যতম সমস্যা যা এ বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, কাঁটা, আগাছা আর জঞ্জাল। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ বিষবৃক্ষ এমনভাবে তার বিস্তার ঘটিয়েছে যে দেশের শান্তি প্রিয় মানুষের চলার পথ বিষময় করে তুলছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের প্রাণপ্রবাহ বিশাল যুব গোষ্ঠিকে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষ জনসম্পদে রূপান্তর করে তাদের আত্মকর্মসংস্থান ও দেশে-বিদেশে ব্যাপক কর্মসংস্থানের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছে ৪৫, ১৫, ১৪১ জন এবং ঋণ গ্রহন করেছে ৮, ৩৪, ৩৫১ জন। গড়ে প্রতি বছর নতুন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ১৩২৭৯৮ জন। এটুআই এর উদ্যেগে প্রশিক্ষণকালীন বেকার যুবদের দুর্দশা লাঘব করে তাদেরকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধ করনের চিন্তা হতে "বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজনের" ধারনা তৈরি করি এবং প্রশিক্ষণ শেষে ধারনাটি বাস্তবায়নে উদ্যোগী হই। বাংলাদেশে মোট গ্রামের সংখ্যা ৭৩০০০। প্রতি গ্রামে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ৪০ জনকে। প্রতি গ্রামে গড়ে লোকসংখ্যা ২১৯১ জন। মাথাপিছু ঋণ প্রদানের পরিমান ১০০০০/- টাকা। মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবদের জন্য মাথাপিছু ঋণ ৩০০০/- টাকা। দেশের মোট যুবদের মাথাপিছু ঋণের পরিমান ১৪০/-টাকা। বর্নিত চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতি গ্রামে লোকসংখ্যা ২১৯১ জন। এর মধ্যে গড়ে ২জন লোক প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে ঐ বেকার জনস্রোতে তারা হারিয়ে যান। একটি গ্রামকে বাছাই করে বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন করতে পারলে যা হবে অন্যান্য গ্রামের জন্য অনুকরনীয়। বেকারমুক্ত গ্রামে থাকবে মাঠ ভরা ফসল, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, গোলা ভরা ধান। থাকবে না নিরক্ষরতা, শতভাগ হবে স্যানিটেশন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করে গ্রামের মানুষকে ডিডিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনা হবে। গ্রামের বেকাররা সেলাই, নকশিকাথা, হস্তশিল্প, বিউটিফিকেশন, আউটসোর্সিং, গরু মোটাতাজাকরন, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, নার্সারী ইত্যাদি গ্রামের চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করতঃ ঋণ প্রদান করে তাদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরনের মাধ্যমে এবং চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে বেকারমুক্ত করা হবে। এটি করতে হলে প্রথমে গ্রামটির একটি ডাটাবেজ প্রস্তুত করে গ্রামের সমস্যা সম্পর্কে জানতে হবে। অতঃপর কাজ শুরু করতে হবে।

বেকারমুক্ত গ্রাম গঠনের লক্ষ্যে ঃ

লক্ষণীয় যে, আমাদের তরুনদের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রাম বাংলায় বসবাস করে। গ্রাম বাংলার মানুষ শহরবাসীরদের তুলনায় বঞ্চিত ও অবহেলিত। তৃণমুলের এ সকল ছেলেমেয়েদের অনেকেই পুষ্টিহীনতায় ভোগে। যা তাদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। এছাড়াও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক সেবা থেকে বঞ্চিত। তাই গ্রামীণ জনগনের প্রতি বঞ্চনা ও অবহেলার অবসান না ঘটাতে পারলে আমাদের অমিত সম্ভাবনা অপূর্নই থেকে যাবে।

জনসংখ্যা ও জনশক্তি ঃ

অর্থনৈতিক বিবেচনায় জনসংখ্যা একটি রাষ্ট্রের সমস্যা নয় বরং সম্ভাবনার প্রতীক। যে দেশের জনসংখ্যা যত বেশি সে দেশে তত বেশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হওয়া সম্ভব। এ সম্ভবনাকে কাজে লাগাতে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে বা জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে। যার জন্য প্রয়োজন হবে মানুষের মেধা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান। তা না হলে জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত না হয়ে রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাড়াবে। এক কেজি লোহাকে প্রক্রিয়াজাত করে একটি লোহার কড়াই তৈরি করে হয়ত কয়েকশ টাকায় বিক্রি করা যায়। পক্ষান্তরে ১ কেজি লোহাকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশে পরিণত করা গেলে তা হয়ত কয়েক হাজার টাকায় বিক্রি করা যাবে। আর এ লৌহখন্ডকে আরো উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা গেলে তা হয়ত কয়েক লক্ষ টাকায় বিক্রি হবে। এর পিছনে হলো মানুষের মেধা, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতা। তাই একথা নির্দিধায় বলা যায়, জনশক্তিই একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মুল নিয়ামক।

দারিদ্র ঃ

দারিদ্র্যের কোন সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। যদি কোন ব্যক্তি তার জীবন ধারনের জন্য ন্যুনতম মৌলিক চাহিদা যথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা মেটাতে না পারে তাকে দরিদ্র বলে। দারিদ্র্যের দৃশ্যমান প্রতীক হচ্ছে অপুষ্টি, ভগ্ন স্বাস্থ্য, জীর্নশীর্ন বাসস্থান, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতিদিন জীবন ধারনের জন্য ২১২২ কিলো ক্যালরী খাদ্য ও ৫৮ গ্রাম আমিষ গ্রহণে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র সীমার নীচে ধরা হয়। আর ১৮০৫ কিলো ক্যালরী সংগ্রহ করতে পারে এমন ব্যক্তিকে হত দরিদ্র বলা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ৩৩%।

দারিদ্রতার কারণ ঃ

(১) কর্মসংস্থানের অভাব (২) কর্মদক্ষ জনগোষ্ঠীর অভাব (৩) প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা (৪) শ্রম বিমুখতা (৫) সম্পদের সুষম বন্টনের অভাব (৬) মাদকাশক্তি (৭) ঘুষ দূর্নীতি (৮) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (৯) জনসংখ্যার বিস্ফোরন (১০) বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার চড়া সুদে ঋণ চক্রে আবদ্ধ।

দারিদ্র বিমোচন ঃ

উপজেলার সকল উন্নয়নমূলক দপ্তরের সহায়তা নিয়ে কর্ম সোপান প্রস্তুত করতে হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একার পক্ষে দারিদ্র বিমোচনের এ ইস্পাত কঠিন কাজটি সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। এছাড়া গ্রামের জনগনকে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান বাড়াতে হবে, যেন সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার বিষয় তাদেরও সুস্পষ্ট ধারনা থাকে। টি,সি,বি কমানোর লক্ষ্যে গ্রামের কোন জনগণকে অর্থ ও সময় ব্যয় করে অফিসে না আসতে হয় সে লক্ষ্যে সকল বিভাগ সজাগ দৃষ্টি রাখবে। সকল দপ্তর সরকারের দেওয়া সুবিধাগুলো সঠিকভাবে দরিদ্র মানুষের মাঝে সমবন্টন করে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবেন। খেয়াল রাখতে হবে যেন দরিদ্রের ক্ষেত্রে কোন স্বজনপ্রীতি না হয়। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভূক্ত সেবা সমূহ থেকে যেন দরিদ্র মানুষ কোনভাবেই বঞ্চিত না হয়। মোদ্দাকথা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সকলকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এটি হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মুল অঙ্গীকার ।

উদ্ভাবনী গল্পের বয়ান

শুরুর কথা- ১৯৯৯ সালে সরকারী চাকুরী শুরু। কোন প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টশন ছাড়াই যাত্রা শুরু। সিনিয়রদের কাছে ইমিডিয়েট বস সম্পর্কে অনেক ঝাজাল অভিজ্ঞতার কথা জেনে মাঝে মাঝে থমকে যাই। বানরের সেই তৈলাক্ত বাঁশের অংকের মত চলতে থাকি। প্রথম সরকারি চাকুরীতে যোগদান করি উত্তরবঙ্গের কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানায়। অনিয়ম আর দুর্নীতিতে ভরা যুব দপ্তর। বেকার যুবদের সেবার মাধ্যমে বেকারমুক্ত হওয়ার স্থলে তারা ঋণ চক্রে আবদ্ধ হয়ে নানাবিধ কুপথে পরিচালিত হয়ে আরো বেকার হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ পাওয়া যায় - প্রশিক্ষণ শেষে সনদ পেতে টাকা, ঋণ পেতে টাকা, সঞ্চয় ফেরৎ পেতে টাকা, এমনকি কিস্তির টাকা জমা না করে হস্তমজুদ করার প্রবণতা। হঠাৎ মাথাটা ঝিম ঝিম শুরু হল। ইচ্ছা হলো এ দপ্তরের সকল অনিয়মের ফলে সৃষ্ট সমস্যা উদঘাটন করা। নতুন কিছু করার মাধ্যমে জন দুর্ভোগ লাঘব করা। যা আজকের বাংলাদেশে উদ্ভাবন বা ইনোভেশন। ইনোভেশন শব্দের সাথে তখনও পরিচিতি হইনি। প্রবল আকাংখা জাগে একটি পরিবর্তনের। কাজ শুরু করি। ৪৭১ জন ঋণীদের নাম তালিকাভূক্ত করে বাড়ী বাড়ী গমন করে তাদের পাশ বইয়ে উঠানো কিস্তির থেকে অবৈধ অর্থ গ্রহনের তথ্য পাই। সরেজমিনের তথ্যের সাথে আবার অফিসিয়াল জমা রেজিষ্টারের মিল পাই না। অর্থাৎ সকল প্রদেয় ঋণ পাশ বইতে তোলা নেই। পাশ বইয়ে তোলা হলেও ব্যাংকে জমা নেই এবং অনেককেই পাশ বই দেওয়া হয়নি। মোদ্দাকথা, সকল অভিযোগের তদন্ত শেষ করে সংশ্লিষ্টদের নিকট থেকে হস্তমজুদকৃত খেলাপী টাকা আদায় করে ১০০% আদায় নিশ্চিত করি। যা আমার যোগদানের সময় ছিল ৪১%। এহেন একটি অসম্ভব কাজকে সম্ভব করার বিষয় প্রধান কার্যালয় অবহিত হন এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ পত্র দেওয়া হয়। ঢাল নেই তলোয়ার নেই এক যোদ্ধার কাছে বিষয়টি সত্যিই আনন্দের। এ সফলতার জন্য যে কৌশলগুলো নেওয়া হয় তা আজকের দিনের ইনোভেশন।

প্রকল্প পরিচালক স্যারের সনদ কপি

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং- যুউঅ/প্রশিঃ ও আত্ম/ ঋন প্রতিঃ- ১৩৯/৯৬-১৯৪-৭২৪ তারিখঃ- ২১-৬-২০০০ ইং

বিষয় ঃ যুব ঋণ আদায়ে সন্তোষজনক উদ্যোগ গ্রহণ।

যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংগ যুব ঋন বিষয়ে উপজেলা পর্যায়ে কর্মতৎপরতার মূল্যায়ন করা হচ্ছে। প্রাপ্ত প্রতিবেদন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং জেলা মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরনীর ভিত্তিতে প্রধান কার্যালয়ের পরিবীক্ষণ শাখায় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বিশ্লেষন করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।
কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলায় ঋণ আদায়ের হার চলতি অর্থ বছরে শতকরা ১০০ ভাগ উন্নীত করায় উলিপুর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব আবু বকর মোল্লা ও তাঁর সহকার্মীদের কর্মতৎপরতাকে প্রশংসনীয় হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছে।
যুব ঋন সহ সকল অংগের অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনের সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রাপক ঃ উপ-পরিচালক
কুড়িগ্রাম।

অনুলিপি ঃ
১। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

(মোহিনী মোহন চক্রবর্তী)
প্রকল্প পরিচালক (প্রশিঃ ও আত্মঃ)

জেলা পরিষদ, রংপুর।

স্মারক নং - ১৯৪ তারিখঃ ২২/০২/২০০১ ইং

প্রিয়
আবু বকর মোল্লা,
যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ১৪ ইং জুন/৯৯ ইং থেকে ২১ শে জানুয়ারী /২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন কালে বেকার যুব ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যাপারে অধিদপ্তরের গৃহিত কর্মসুচী বাস্তবায়নে আপনার দক্ষতা, একাগ্রতা, নিয়মানুবর্তিতা, একনিষ্ঠতা, সততা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আমি আপনার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করছি।

(মোঃ ইকবাল হোসেন)
সচিব
জেলা পরিষদ, রংপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

স্মারক নং- ৩০১ তারিখঃ- ১১.০৭.২০০০

বিষয় ঃ রিলিফ বিতরণ কার্যে সন্তোষ প্রকাশ।

প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে, মোঃ আবু বকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উলিপুর, কুড়িগ্রাম। বিগত ১১-০৪-৯৯ ইং তারিখ হইতে ১নং থেতরাই ইউনিয়নে রিলিফ অফিসার হিসাবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তার কর্মকান্ডে অত্র ইউনিয়নের জনসাধারণ চরম ভাবে সন্তুষ্ট। তার রিলিফ বিতরণে সততা, একনিষ্ঠতা, কর্তব্যকার্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। যে কারণে তার এ কর্তব্য কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করে উপজেলার অন্যতম রিলিফ কর্মকর্তা হিসাবে প্রশাংসনীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইহা ছাড়া তাহার অফিস ব্যবস্থাপনায় প্রশাসন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আমি তাহার চাকরী জীবনের অগ্রগতি কামনা করি।

নিতাই পদ দাশ
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

প্রশংসা পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, জনাব মোঃ আবু বকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে ১৮-০২-২০০২ তারিখ হতে ০৭-০৪-২০০৫ ইং পর্যন্ত বটিয়াঘাটা, খুলনায় কর্মরত ছিলেন। এ সময় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর মাঠ পরিদর্শন, প্রাপ্ত প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ করে দেখা গেছে যে, তার উপজেলায় মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত যুব ঋণ আদায় কার্যক্রম অত্যন্ত সন্তোষজনক, অর্থাৎ তার সময়ে ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার ধারাবাহিক ভাবে ৯৩% ক্রমপুঞ্জিত ৬৯%, চলতি ৪৫%। তার যোগদানকালীন ঋণ আদায়ের হার ছিল মাত্র ১৫,০১,২৯৭/= (পনের লক্ষ একহাজার দুইশত সাতানব্বই) টাকা।

জলাশয় ইজারা কার্যক্রমে তার অবদানে উল্লেখযোগ্য। এ সময় তিনি জলাশয় ইজারা বাবদ ২২,৪০,৮০০/- (বাইশ লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত) টাকা রাজস্ব আদায় করেছেন। বা ইতোপূর্বের আদয়কৃত অর্থের প্রায় ৪গুণ। এ ছাড়া সংগঠন ভিত্তিক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান ও অন্যান্য যুব কার্যক্রমে তার বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে।

আমি তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করি।

Md. Ershad-Ur-Rashid
Deputy Director,
Deprt. of Youth Dev. Khulna.

উদ্ভাবনী বয়ানের বাকি অংশ

চাকুরীর শুরু থেকে একটি উদ্ভাবনের স্বপ্ন জীবন থেকে কখনই বাদ দেইনি। হঠাৎ এলো সে মহেন্দ্রক্ষণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জনগনের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেওয়ার মহান ব্রত নিয়ে মশাল জালানোর কাজে হাত দিলো এটুআই প্রকল্প। ডাক পড়লো আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্র খুলনায়। ২৬/১০/১৬ ইং তারিখ হইতে ৩০/১০/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ৫ দিনের ওয়ার্কসপে। মনে মনে ভাবলাম চাকুরীর শুরুতে যে স্বপ্ন নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম এতদিনে হয়ত তা আলোর মুখ দেখল। শুরু হল প্রশিক্ষণ। চাকুরীর ১৫ বছরে যত প্রশিক্ষণ নিয়েছি এটি তা থেকে ভিন্ন ধর্মী এক প্রশিক্ষণ। নেই কোন গেষ্ট স্পীকার। নেই কোন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। লম্বা বক্তৃতার পালা নেই। এক কথায় এক্সিলেন্ট প্রশিক্ষণ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আসা জনাব মানিক মাহমুদ স্যারের বক্তৃতায় মুগ্ধ হলাম। তিনি সাহস দিলেন এই বলে যে, ভুল করার মানুষ চাই। ভুল করার সাহসিকতা চাই। টেন সর্ট নিলে ১টি সফল হবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে এ প্রবাদটি সরকারী বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ। Top down Approach এর পরিবর্তে Bottom up Approach এর মাধ্যমে সরকারী সেবা জনগনের দোরগড়ায় পৌছে দিতে হবে। বিভাগীয় কমিশনার জনাব আব্দুস সামাদ স্যার চমৎকার কয়েকটি কথা বলেন। বাংলাদেশ অসিম আকাশে উড়াল দিয়েছে। আমরা প্রত্যেকটি মানুষ একজন Philosopher। একদিন পৃথিবীর অন্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের ব্যানারে লেখা দেখবো BD Aids । প্রশিক্ষণে শেখানো হলো সেবা গ্রহীতার জুতা পায়ে দিয়া চলার প্রক্রিয়া। এ সময় নড়ে চড়ে বসলাম। আসলে হচ্ছে টা কি? প্রজেক্টরে তখন জীবনের হাসি আনন্দ দুঃখ বেদনা হৃদয়স্পর্শী ভিডিও ক্লিপ চলছে। হলটিতে নেমে এলো নিস্তব্দতা। শেখানো হলো সিমপ্যাথি যথেষ্ট নয়, সরকারী কর্মকর্তার কর্তব্য হবে এমপ্যাথি। আসলে এই এমপ্যাথি শব্দটির সাথে পরিচয় হল নুতন। এরপর আমার দপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ন সেবা বাছাই করে সেই সেবা কিভাবে দেওয়া হয় সেই ধাপ গুলো শিখলাম। TCV বোঝানো হলো। আসলে এই প্রশিক্ষণের এটি একটি গুরুত্বপূর্ন টুলস। (T-Time, c-cost V-visit) TCV নামক টুলটা নাড়াচাড়া করে দারুন লাগলো। এত বছর চাকুরী করলাম কিন্তু এভাবেতো ভাবিনি। দুই দিন ভিজিট করলাম নিজের দপ্তর ও অন্য দপ্তরের মানুষের ভোগান্তীর চিত্র। দেখলাম নিজের অজান্তে কতইনা ভোগান্তি জনগনের। অন্য সরকারী দপ্তরের ভোগান্তি গোয়েন্দা সেজে আবিস্কার করার অভিজ্ঞতাটা চমৎকার। পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণ। মাইলস্টোন রিস্ক এনালাইসিস, এক্টিভিটি নিয়ে কাটাকুটির আর অন্ত নেই। অবশেষে একটি আইডিয়া বের করলাম। প্রথমে আইডিয়ার নাম দিলাম বেকার যুবদের আত্মকর্মী সৃজনে ডাটাবেজ তৈরি ও উদ্বুদ্ধকরন। এ নিয়ে অনেক কাটাকুটি করা হয়। স্পেসিফাই করা হয় রূপসা উপজেলার ৩নং নৈহাটি ইউনিয়নের নৈহাটি গ্রামে ডাটাবেজ প্রস্তুত ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। এই নিয়ে ঘাটাঘাটি করছি এমন সময় এটুআই থেকে আবার ফোন ও পত্র এল। ২৯/০৩/১৫ ইং হইতে ৩১/০৩/১৫ ইং পর্যন্ত ৩ দিনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প ডিজাইন শীর্ষক কর্মশালা। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিবিবি ট্রাস্ট ঢাকা) ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়। শুরু হল কর্মশালা। একে একে প্রত্যেকের প্রকল্প সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করা হল। হুমায়ুন কবির স্যার সেশন পরিচালনা করলেন। শুরু হল কাটাছেড়া, ঘষামাজা, মনে হলো এতো দিন ধরে যা করেছি তা কিছুই সঠিক ছিল না। হুমায়ুন স্যার আমার আইডিয়াকে বেশ পছন্দ করলেন এবং ক্লাসের ফাকে ডেকে নিলেন তার কক্ষে। প্রকল্পটি ছোট করা সহ আইডিয়ার নামকরণ নিয়ে স্যার পরামর্শ দিলেন। আমার আইডিয়ার নাম দিলাম বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্প। আইডিয়াটির নাম যা হোক এটি একটি ইস্পাত কঠিন কাজ। পানি দিয়ে পানির উপর পানি লেখার মত কঠিন।

যে দেশে বেকারত্ব ১ নম্বর সমস্যা, সে দেশে একটি গ্রামকে বেকারমুক্ত করার মত দুঃসাহসী কাজ আর কি হতে পারে। প্রকল্প এলাকার নাম পরিবর্তন করে নৈহাটি গ্রামের পরিবর্তে একই ইউনিয়নের মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামকে বেকার মুক্ত গ্রাম ঘোষনার পাইলট প্রকল্প হাতে নিলাম। সর্বোপরি প্রকল্পটি একটি স্টান্ডার্ড প্রকল্প হিসাবে এটুআই কর্তৃপক্ষ সিলেক্ট করলেন। পরের দিন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য আমার প্রকল্পটি স্থান পেল। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সেমিনার কক্ষে মাননীয় সচিব ও যুগ্ম সচিব, অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও প্রধান ইনোভেশন কর্মকর্তা সহ সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে প্রকল্পটি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হল। মাননীয় সচিব জনাব নুর মোহাম্মদ স্যার, মহাপরিচালক জনাব আনোয়ারুল করিম, প্রধান ইনোভেশন কর্মকর্তা জনাব এরশাদ-উর-রশীদ, উপ-পরিচালক জনাব মাসুদা আখন্দ সহ উপস্থিত সকল কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পটির ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। শেষদিন কেবিনেট ডিভিশনের মাননীয় অতিরিক্ত সচিব জনাব মাকছুদুর রহমান পাটোয়ারীর সমানে প্রকল্পটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করলে প্রকল্পটির প্রশংসা করেন এবং সাথে সাথে খুলনা জেলার জেলা প্রশাসক ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালককে অনুরোধ জানান সহযোগিতা করার। প্রকল্পটি সঠিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহাপরিচালক মহোদয় সার্বক্ষনিক খোজ খবর নেন। প্রধান ইনোভেশন কর্মকর্তা জনাব এরশাদ-উর-রশীদ প্রকল্পটির অগ্রগতি সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য সুদুর সেই পল্লি মাছুয়াডাঙ্গা বেকারমুক্ত গ্রাম প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন এবং জনসাধারনের সাথে মত বিনিময় করেন। ২০/১২/১৬ হইতে ২৪/১২/১৬ পর্যন্ত ৫ দিনের ম্যানেজিং টেকনোলজী ফর ই গভর্নমেন্ট এর উপর বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাও এ ই-গভার্নমেন্ট সম্পর্কিত বেশ কিছু নতুন তথ্য পেয়ে নিজেকে আরো আধুনিক মানুষ মনে হতে থাকে। সর্বশেষ ০৯/০৮/১৬ ইং হইতে ১০/০৮/১৬ ইং দুই দিনের ডকুমেন্টশন ও ডেসিমিনেশন বিষয়ক কোর্সে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নভো থিয়েটার) অংশগ্রহন করি। এই দুই দিন প্রশিক্ষণে মনে হলো এতদিন যা করেছি আসলে কিছুই করিনি। শুরু হলো ডকুমেন্টশন প্রদর্শনের পালা। এখানে মিজান স্যার ও মানিক মাহমুদ স্যার চমৎকার ব্রিফিং দিলেন। শিখালেন কত কম সময় বড় একটি গল্প শুনানো যায়। গল্প লিখতে বলা হল। আর এই হল সেই গল্প। বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজনের গল্প। যা সাবলিল ভাষায় রচনা করলাম।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হল এটি যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়ন করা যায় সকল ডিপার্টমেন্টের সহায়তায়, সকল গ্রামকে যদি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এর আওতাভূক্ত করা যায় তাহলে ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানুষকে কাজে লাগিয়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এ প্রকল্প একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে। গ্রাম গুলোর উন্নয়ন না হলে সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই গ্রামগুলো বেকার মুক্ত করার প্রকল্পটি দেশের জন্য একটি দিক দর্শন।

ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে কর্মক্ষম সকল মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়ানোর বিকল্প নেই। গ্রামীন জনপদের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বাস্তবমুখী অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান অত্যাবশ্যক। ১৮-৩৫ বছরের যুবদেরকে কর্মমূখী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নৈতিক বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিলে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, ধর্মের অপব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক ধারনা দেয়া সম্ভব। তা না হলে মিরপুর বিসিআইসি কলেজ ছাত্রী যমজ দুই বোন মিম ও জিমের উপর হামলাকারী 'জীবন' নামক নরপুশদেরকে পথে আনা সম্ভব হবে না।

বাস্তবায়ন কর্মকৌশল

বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলের প্রারম্ভে গ্রাম নির্বাচনের নিমিত্তে উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আলোচনা পূর্বক ৩নং নৈহাটি ইউনিয়নের মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামের নাম সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। অতঃপর ৩নং নৈহাটি ইউনিয়ন পরিষদের ইউ,পি চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং এলাকার গন্যমান্যদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। এরপরই মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামবাসির সংগে এ বিষয় নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করা হয়। প্রথমে গ্রামটির একটি ডাটাবেজ প্রস্তুতের কাজে হাত দেওয়া হয়। এ কাজের জন্য খন্ডকালিন দুইজন মহিলা কর্মি নিয়োগ পূর্বক আমি এবং আমার সহ কর্মীদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে জরিপ কার্য সম্পাদন করা হয়, (ডাটাবেজ সংযুক্ত)। গ্রামের মোট পরিবার সংখ্যা, মোট জনসংখ্যা, মোট শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা, মোট দরিদ্রদের সংখ্যা, মোট নিরক্ষরদের সংখ্যা সহ বেশ কিছু তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গ্রামের যে সকল যুব গোষ্ঠী বেকার তাদের নিকট থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিজস্ব সম্পদের ধরনের উপর ভিত্তি করে স্থানীয় চাহিদানুসারে প্রশিক্ষণের ট্রেড ও কাজের ধরন নির্বাচন করা হয়। এখানে মোট ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে মোট ১৫১ জন বেকার যুব পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে থেকে ধর্মীয় পর্দার কারণে ১০ জন যুব মহিলা কোন প্রশিক্ষণ গ্রহন বা কাজ নিতে আগ্রহী হননি। বাকী ১৪১ জনের মধ্যে তাদের চাহিদা অনুসারে ৪০ জনকে সেলাই প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষে ২৪ জন, পারিবারিক পোল্ট্রি বিষয়ে ৩০ জন, গরু মোটাতাজাকরন বিষয়ে ৪০ জন, নকশিকাথা বিষয়ে ০৩ জন, বিউটিফিকেশন বিষয়ে ০২ জন, কম্পিউটার বিষয়ে ০২ জনকে মোট ০৭ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেকের বাড়ী নিবিড় তদারকিতে রাখা হয় যাতে সকলে স্ব স্ব কাজে লিপ্ত থাকে। মুলতঃ প্রত্যেককে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে পরিবার প্রধানের সংগে আলোচনা করে প্রকল্প গ্রহনে আগ্রহী করে তোলা হয়। প্রত্যেকের প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য বিষয় ভিত্তিক কর্মকর্তার সাহায্য নেওয়া হয়। যে যে বিষয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই সেই বিষয়ে বিনামুল্যে উপকরন বিতরন করা হয়। গ্রামে ০৩টি সেলাই মেশিন বিনামূল্যে বিতরন করা হয়। মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে মৎস্য প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিনামুল্যে মাছের পোনা বিতরন করা হয়। পারিবারিক হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিনামুল্যে মুরগীর বাচ্চা বিতরন করা হয় এবং অনেককে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে তাদের বেকারমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামের ৫০ জন দরিদ্র জনগনকে ০৩ দিনের উদ্বুদ্ধকরন প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক প্রত্যেককে ১০০০০/- টাকা করে মোট ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে। তারা সকলেই দেশি হাঁস, মুরগী বিষমুক্ত সবজি, কবুতর পালন ও মৎস্য চাষের মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত হয়েছে।

এছাড়া গ্রামটিকে একটি আদর্শ বেকারমুক্ত দরিদ্রমুক্ত গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রামের ১৬ জন নিরক্ষর মানুষকে নৈশকালিন দুইজন শিক্ষক দ্বারা ২ মাসে অক্ষর জ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নিরক্ষরমুক্ত করা হয়েছে। গ্রামের ২ কি.মি. কাচা রাস্তা এল,জি,ই,ডি দপ্তরের মাধ্যমে ইটের সোলিং নির্মাণ করার লক্ষ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। গ্রামের ২দিকে ২টি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য জনস্বাস্থ্য দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে শীঘ্রই নলকূপ স্থাপন করা হবে। এছাড়া প্রানি সম্পদ দপ্তরের সহায়তায় ০৩ জনকে মুরগী, মুরগীর ঘর ও মুরগীর খাদ্যের প্যাকেজ বিনামূল্যে বিতরন করা হয়। এছাড়া ২৮ জনকে মাছের পোনা, ০২ জনকে সেলাই মেশিন বিনামূল্যে বিতরন করা হয়। পাইলট প্রকল্পটি স্থায়ীত্বের জন্য একটি যুব সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় গ্রামের ১০৭টি পরিবার থেকে ১জন করে সদস্য নিয়ে ১০৭ জন সদস্যের সমন্বয় মাছুয়াডাংগা বেকারমুক্ত গ্রাম যুব সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। ৩নং নৈহাটি ইউনিয়ন পরিষদের নিকট আবেদন করে ৫০০০০/- টাকার একটি প্রকল্প নিয়ে মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করে সমিতিকে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। সমিতির সদস্যদের দেওয়া ভর্তি ফি ও সঞ্চয় দ্বারা এবং সরকারী বেসরকারী অনুদান দ্বারা সমিতিটি স্বাবলম্বী হবে। গ্রামের সকল উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করার জন্য উক্ত সমিতি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে।

গ্রামে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্নমুখী কলা কৌশল অবলম্বন করে গ্রামটিকে একটি মডেল, বেকারমুক্ত, দারিদ্রমুক্ত গ্রাম সৃজন করা হয়েছে।

এ পাইলট প্রকল্পটি যদি সরকারের দৃষ্টি গোচর হয় এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা তথা তার যোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে আমার আইডিয়াটি একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে।

ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিসের আওতায়

খুলনা জেলাধীন রূপসা উজেলার ৩নং নৈহাটী ইউনিয়নের মাছুয়াডাংগা গ্রামকে বেকারমুক্ত করনের লক্ষ্যে যুবদের সংখ্যা ও প্রাসংগিক তথ্যাদির প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ

১। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ঃ পুরুষ ২৪০ জন মহিলা ২৫৬ জন মোট ৪৯৬ জন।

২। এর মধ্যে ০-১৭ বছর পর্যন্ত বয়সের সদস্য সংখ্যা পুরুষ ৭২ জন মহিলা ৭১ জন মোট ১৪৩ জন।

৩। মোট পরিবারের সংখ্যা ঃ ১০৭ টি।

৪।

ক) পরিবারের বসতবাড়ীর বর্ণনা ঃ	খ) পানির উৎস্য ঃ	গ) ল্যাট্রিনের ধরনঃ
মাটির দেয়াল/কাঁচাঘর ঃ ৪৪টি আধাপাকা ঘর ঃ ৫০টি পাকা ঘর ঃ ১৩টি	নিজস্ব টিউবয়েল ঃ ৫৮ টি পার্শ্ব টিউবয়েল ঃ ১৫টি সরকারী টিউবয়েল ঃ ১৬টি	স্বাস্থ্যসম্মতঃ ১০২টি অস্বাস্থ্যকর ০৫টি

৫। ১৮-৩৫ বছর পর্যন্ত যুবদের সংখ্যা পুরুষ ৭৪ জন মহিলা ১০০ জন মোাট ১৭৪ জন।

৬। **প্রশিক্ষন নিতে আগ্রহী ১৮-৩৫ বছরের বেকার যুব/যুব মহিলা ঃ** পুরুষ ৬১ জন মহিলা ৯০ জন বাকী পুরুষ ১৩ জন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং ১০ জন মহিলা ধর্মীয় কারণে প্রশিক্ষন গ্রহনে আগ্রহী নন।

৭। **১৮-৩৫ বছরের মধ্যে যুবদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ**
৫ম শ্রেণী ঃ পুরুষ ১৫ জন মহিলা ২৫ জন, ৮ম শ্রেণী ঃ পুরুষ ২৮ জন মহিলা ৫০ জন, এস,এস,সি পুরুষ ১৪ জন মহিলা ১৮ জন, এইচ,এস,সি পুরুষ ০৯ জন মহিলা ০৪ জন, বিএ/বি,কমঃ পুরুষ ০৭ জন মহিলা ০২ জন এবং এম,এ পুরুষ ০১ জন মহিলা ০১ সর্ব মোট পুরুষ ৭৪ জন মহিলা ১০০ জন মোট ১৭৪ জন।

৮। **১৮-৩৫ বছরের মধ্যে বেকার যুবদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষন সংক্রান্ত তথ্য ঃ**
ক) দর্জি বিজ্ঞান ও হস্তশিল্পঃ পুরুষ-০ মহিলা ৪০ জন, খ) বিউটিফিকেশনঃ পুরুষ-০ মহিলা ২০ জন, গ) পোল্ট্রি পার্ম ও গাভী পালনঃ পুরুষ ১৬ মহিলা ১৭ জন, ঘ) কম্পিউটার ও আউট সোর্সিং ঃ পুরুষ ১৭ জন মহিলা ০৭ জন, ঙ) ইলেকট্রিটিক্স এন্ড রিপিয়ারিং/মটর ও কার মেরামত/ মোবাইল সার্ভিসিং, পুরুষ ২০ জন চ) গার্মেন্টস শিল্পে সরাসরি চাকুরী ঃ পুরুষ ৮, মহিলা-৬।

এটুআই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষনের আলোকে বেকারমুক্ত গ্রামের কর্যক্রম

১। চিহ্নিত সেবার নাম ঃ

খুলনা জেলার রূপসা উপজেলাধীন মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামকে বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্প।

২। চিহ্নিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার মূল কারণ ঃ

বিদ্যমান সমস্যা	সমস্যার মূল কারণ
ক) শিক্ষার অভাব খ) নৈতিক অবক্ষয় গ) কর্মমূখী জ্ঞানের অভাব ঘ) যুব নেতৃত্বের অভাব ঙ) বিশ্বাস হীনতা চ) সন্ত্রাস ছ) চাঁদাবাজী জ) টেন্ডারবাজী ঝ) ধর্ষন ঞ) ছিনতাই ট) হঠাৎ কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন ঠ) সরকারী চাকুরীর প্রতি আকর্ষন ড) পেশা গ্রহণে অনিহা ঢ) হতাশা ণ) মাদক ত) পারিবারিক বন্ধনে শিথিলতা	জনসংখ্যার আধিক্য এবং আনুপাতিক হারে চাকুরীর কোঠা না থাকা। বিভিন্ন যুব জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র গোষ্ঠীর ডাটাবেজ না থাকা। উৎপাদিত পণ্য সঠিক বাজারজাতের ব্যবস্থা না থাকা।

সমস্যা ও তার কারণ সম্পর্কে বিবৃতি : (Where, who, how, much, what & why)? দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব। শিক্ষাগ্রহণ শেষে সকলের চাকুরীর জন্য আবেদন করলেও সামান্য কিছু মানুষ চাকুরী পায়। অধিকাংশই বেকার থেকে যায়। জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হয় না।

৩। সমস্যাটির ভুক্তভোগী কারা?

১৮-৩৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষিত বেকার যুব।

৪। সমস্যাটির পরিধি কত বড়? (সমস্যা কি সারাদেশে বিস্তৃত? উপকারভোগীদের শতকরা কতজন ভুক্তভোগী?)

সমস্যাটির পরিধি সুদূর প্রসারী। এটি সারা দেশে বিস্তৃত। শতকরা ৯০ জন ভুক্তভোগী।

৫। কি সমাধান?

ক) গ্রাম জরিপ করা।
খ) কর্মসূচী প্রণয়ন।
গ) ডাটাবেজের তথ্যানুযায়ী বেকারদের চাহিদানুসারে প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্ধারণ।
ঘ) ট্রেড ভিত্তিক দল গঠন।
ঙ) কর্মমূখী প্রশিক্ষণ নৈতিক মূল্যবোধের প্রশিক্ষণ প্রদান।
চ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান দান।
ছ) সমন্বিত ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ।
জ) দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান।
ঝ) প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিষয় ভিত্তিক বিনামূল্যে উপকরণ প্রদান।
ঞ) সরকারী, বেসরকারী এনজিও ও ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।
ট) প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবহার হচ্ছে কিনা সেটির নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান।
ঠ) উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণ।
ড) নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
ঢ) মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।
ণ) গ্রামের সকল নিরক্ষরদের অক্ষরদান করা।
ত) সন্ত্রাস, মাদক, ছিনতাই, ধর্ষন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, স্যানিটেশন, খুন, ডাকাতি ইত্যাদির কুফল সম্পর্কে সচেতন করা। পুরস্কার প্রদান বর্ণিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য গ্রামের সকল সমাজ সেবক, সুধী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ইমাম সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ছাত্র, শ্রমিক, সকলের সমন্বয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরি করা। সকলের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন কাজে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। তাহলে গ্রামের প্রতিটি মানুষকে বেকারমুক্ত ও দারিদ্রমুক্ত করা সম্ভব। এর ফলে প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দারিদ্রতা হ্রাস পাবে। যদি এটি সম্ভব হয় তাহলে সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে গ্রামটি একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। পাইলট প্রকল্প এর আওতাভূক্ত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ২০২১ ও ২০৪১ সালের সরকারের রূপরেখা বাস্তবায়নে একটি মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হবে।

৬। (ক) সমাধান প্রক্রিয়া (Flow Chart) :

- আইডিয়ার বিবরণ
- (আবেদন পূর্ব হতে সেবা দেয়ার পর পর্যন্ত যা যা করা হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ)

বাংলাদেশের জনসংখ্যার আধিক্য এবং বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি গ্রামকে বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন করতে প্রথমেই উপজেলা পরিষদকে বিষয়টি অবহিত পূর্বক একটি যুব সংগঠন চিহ্নিত করা হয়।

সংগঠন থেকে ২ জন সদস্যকে খন্ডকালীন কর্মী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মীরা মাছুয়াডাংগা গ্রামে খানা ওয়ারী প্রত্যেকটি বাড়ীতে গমন পূর্বক সকল সদস্যদের ডাটাবেজ তৈরী করেন। সামাজিক, আর্থিক, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বেকারত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ডাটাবেজ অনুসারে মাছুয়াডাংগা গ্রামে ১৭৪ জন লোক ১৮-৩৫ বছরের মধ্যে শিক্ষিত বেকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

এদের মধ্যে থেকে ১৩ জন পুরুষ বিভিন্ন পেশায় চাকুরীতে নিয়োজিত আছে এবং ১০ জন মহিলা ধর্মীয় পর্দা প্রথা/অনুশাসনের কারণে প্রশিক্ষণ/চাকুরী নিতে আগ্রহী নয়।

- বাকী ১৫১ (পুরুষ-৬১, মহিলা ৯০) জন এদের মধ্যে হতে ইতিমধ্যে ৪০ জনকে দর্জী বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তারা অনেকেই নিজ উদ্যোগে সেলাই মেশিন কিনে কার্যক্রম শুরু করেছে। বাকিরা তাদের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করনের জন্য বিভিন্ন বিপনী বিতানগুলোর সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।
- এছাড়া ১৪ (পুরুষ-৮, মহিলা-৬) জন যুবদেরকে ঢাকায় গার্মেন্টস শিল্পে চাকুরীর জন্য জীবন বৃত্তান্ত প্রেরন করা হয়েছে। প্রশিক্ষন শেষে অচিরেই তারা চাকুরীতের যোগদান করবে।
- পোল্ট্রি পালনের বিষয়ে ৩০ জনের প্রশিক্ষন সমাপ্ত করা হয়েছে। তারা নিজ উদ্যোগে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ গ্রহণ করে বেকারমুক্ত হয়েছে।
- গরু মোটা তাজাকরণ বিষয়ে ৪০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ অর্থ এবং যুব ঋণ গ্রহণ করে বেকার মুক্ত হয়েছে।
- মৎস্য চাষ বিষয়ে ২৪ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরকারী মাছের পোনা গ্রহণ করে এবং নিজ উদ্যোগে ও যুব ঋণের মাধ্যমে বেকার মুক্ত হয়েছে।
- এছাড়া নকশী কাঁথা বিষয়ে ৩ জন, বিউটিফিকেশন বিষয়ে ২ জন, কম্পিউটার বিষয়ে ২ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ পূর্বক প্রকল্প গ্রহণ করে বেকারমুক্ত হয়েছে।
- এছাড়া উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিভাগ গুলোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট গ্রামকে বেকারমুক্ত করণের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বেকারমুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত গ্রাম সৃজনের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে পরিচালিত পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচির আওতায় একটি কেন্দ্র গঠন পূর্বক ৫০ জন সদস্যকে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে ১০,০০০ টাকা করে ৫,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ পূর্বক বেকারমুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে।
- ডাটাবেজের তথ্যানুসারে যুবদের বেকার মুক্ত করণের লক্ষ্যে ১০৭টি পরিবারের প্রত্যেক পরিবার থেকে ১ জনকে নিয়ে মোট ১০৭ জন সদস্য সমন্বয়ে মাছুয়াডাংগা বেকারমুক্ত যুব সমবায় সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এই সমিতির অনুকূলে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ৫০,০০০ টাকার অনুদান প্রদানের মাধ্যমে মুরগির বাচ্চা ও গরু ক্রয় করে সমিতিকে সাবলম্বী করা হয়েছে। প্রকল্পটি টেকসই করার লক্ষ্যে এই সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
- এর ফলে ১৫১ জনের মধ্যে আংশিক যুবরা ঋণ পেলেও ঐ ঋণের সুফল ১৫১ জনই ভোগ করবে। এভাবেই ১৫১ জন যুবদেরকে শতভাগ বেকার মুক্ত করা হবে।

নতুন প্রসেস ম্যাপ (কাস্টমারের নিকট একটি সেবা যেভাবে পৌছে দেয়া হবে, তা বুলেট পয়েন্ট আকারে ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে)

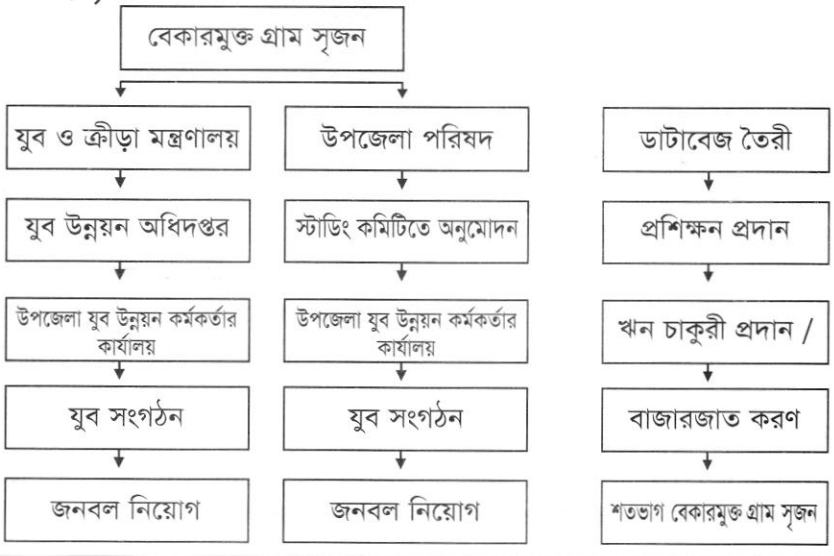

৬। (খ)

আইডিয়া পাইলট করার জন্য নির্ধারিত এলাকা (কতটুকু এলাকা জুড়ে এ আইডিয়া বাস্তবায়ন করা হবে? যেমন- একটি উপজেলার একটি ইউনিয়ন হতে পারে অথবা একটি ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ড বা গ্রাম হতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানও হতে পারে। যারা ওনার হবেন তারা পরিষ্কার করে ১১ নম্বর এ উল্লেখ করবেন।

▶ একটি গ্রাম, নাম ঃ মাছুয়াডাংগা গ্রামকে বেকারমুক্ত ঘোষণা।

অগ্রগতি

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষনের বিষয়	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	আত্মকর্মী	মন্তব্য
০১	সেলাই প্রশিক্ষণ/দর্জী বিজ্ঞান	৪০ জন	৩৮ জন	২ জনকে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়।
০২	নকশী কাথা বিষয়ক পুরাতন ১৭ জন নতুন ০৩ জন	০৩ জন	০৩ জন	
০৩	গবাদী পশু হাঁস মুরগী পালন	৩০ জন	২৮ জন	৩ জনকে মুরগী, ঘর ও খাদ্য বাবদ বিনামূল্যে ১১০০০ টাকা করে প্রতিজনকে বিতরণ করা হয়।
০৪	মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষন	২৪ জন	২২ জন	-
০৫	বিউটিফিকেশন কোর্স	০২ জন	০২ জন	-
০৬	গরু মোটাতাজা করণ	৪০ জন	১০ জন	
	মোট ঃ বেকার প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	১৩৯ জন	১০৩ জন	ডাটাবেজের তথ্যানুসারে মোট বেকার সংখ্যা ১৫১ জন। এর মধ্যে ১২ জন ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারণে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়।
০৭	পরিবার ভিত্তিক কর্মসূচীর আওতায় উক্ত গ্রামের সকল কর্মক্ষম ব্যক্তিদের বেকার মুক্ত ও দরিদ্র মুক্ত করার লক্ষ্যে ৫০ জনের একটি গ্রুপকে প্রতিজনকে ১০ হাজার টাকা করে ৫০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।	৫০ জন	৫০ জন	পরিবারের সকলেই কোন বা কোন ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে দারিদ্র মুক্ত ও বেকার মুক্ত হয়েছে। উক্ত গ্রামে মোট ৫০+১৪ = ৬৪ জনকে ৯২০০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

অগ্রগতি

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষনের বিষয়	প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০৮	বেকারমুক্ত গ্রামের ৫০ জনের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় সম্পন্ন করা হয়েছে	৫০ জন	৫০ জনকে ইতোমধ্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। যাদের তালিকা অফিসে সংরক্ষিত আছে।
০৯	বেকারমুক্ত গ্রামে মাননীয় এমপি মহোদয় কর্তৃক ২টি সেলাই মেশিন বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।		যার দ্বারা ঐ গ্রামের যাদের সেলাই মেশিন নাই তারা সকলেই এটি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।
১০	গ্রামে ২৪ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে ২টি গ্রুপে বিভক্ত করে ২ জন খন্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ পূর্বক নিরক্ষর মুক্ত করা হয়েছে।		এখন ঐ গ্রামের সকলেই স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন।
১১	গ্রামের ২ কিলোমিটার কাচা রাস্তা পাকা করনের নিমিত্তে যুব উন্নয়ন অফিসারের মাধ্যমে উপজেলা প্রকৌশলী পরিমাপ সম্পন্ন করেছেন।		২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উক্ত রাস্তা ইটের সোলিং এর মাধ্যমে পাকা করণ করা হবে।
১২	উক্ত গ্রামে কোন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় উপজেলা শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে একটি কিন্ডার গার্টেন স্কুলকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় করণ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।		সরকারী নীতিমালা মোতাবেক প্রতি গ্রামে একটি করে সরকারী স্কুল থাকার কথা। কর্তৃপক্ষ সদয় বিবেচনা করলে উক্ত গ্রামে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় করা সম্ভব।

৭। প্রত্যাশিত ফলাফল (TCV) :

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	মাছুয়াডাংগা গ্রামে ১৮-৩৫ বছর বয়সের ১৭৪ জন শিক্ষিত লোক বেকার ছিল।		
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	কোন লোক বেকার থাকবে না।		
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবাগ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফেট	শতভাগ বেকারমুক্ত হওয়া।		

অন্যান্য সুবিধা ঃ (অনেক উদ্যোগ এর সুফল টিসিভি দিয়ে বুঝানো যাবে না অথবা টিসিভিতে পরিবর্তন ছাড়াও অন্যান্য দৃশ্যমান সুবিধা থাকতে পারে। এসব কিছুর বিবরণ এখানে লিখতে হবে।) ঃ

- আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে মাছুয়াডাংগা গ্রামে ১৮-৩৫ বছর বয়সের ১৭৪ জন শিক্ষিত লোক বেকার ছিল আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে কোন লোক বেকার থাকবে না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ বেকারমুক্ত করা হবে।

৮। বাস্তবায়নকারী টিম ঃ

(উদ্যোগটির পাইলট বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিটি অফিসে যে টিম গঠন করা প্রয়োজন)

	দলনেতা	সদস্য ১	সদস্য ২	সদস্য ৩	সদস্য ৪
নাম	মোঃ আবু বকর মোল্লা	মোঃ নাহারুল ইসলাম	শেখ বজলুর রহমান	হরেন্দ্রনাথ মন্ডল	অলিদ শেখ
পদবি	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	ক্রেডিট সুপারভাইজার	ক্রেডিট সুপারভাইজার	অফিস সহকারী	সভাপতি
দপ্তর	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	গ্রীনার্স ইয়্যুথ ক্লাব
ঠিকানা	রূপসা, খুলনা।	রূপসা, খুলনা।	রূপসা, খুলনা।	রূপসা, খুলনা।	নৈহাটি, রূপসা, খুলনা।
মোবাইল	০১৭১১-০৬১৪২৭	০১৭১১-০৭৯৯৯৪	০১৭১২-৯৯৫৮২৭	০১৯১১-৭৩১২০৮	০১৮৩২-৮৮৫২৮৬

৯। আইডিয়া পাইলট করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে?	Time (মাস ভিত্তিক)					
			এপ্রিল ২০১৫	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টম্বর - ডিসেম্বর
প্রস্তুতি গ্রহণ	অফিস স্টাফ, ইউএনও, উপজেলা চেয়ারম্যানদের সাথে আলোচনা ও প্রকল্পটি অনুমোদন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা						
অর্থ প্রাপ্তি	উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন	উপজেলা পরিষদ						
কর্মী নিয়োগ	যুব সংগঠনের মধ্য হতে ২ জনকে ডাটাবেজ তৈরীর কাজে খন্ডকালীন নিয়োগ	উপজেলা পরিষদ						
ডাটাবেজ তৈরী	নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্ধারিত ফর্মে ডাটাবেজ প্রস্তুত করবে	খন্ডকালীন কর্মী, সিএস, ইউওয়ায়ডিও, ইউএনও						
প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষন	ডাটাবেজের তথ্য অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে প্রশিক্ষন প্রদান	উপজেলা পরিষদ, ইউএনও, ইউওয়ায়ডিও, সিএস ও ইয়্যুথ ক্লাব এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান						
আত্মকর্মী সৃজন	যুব ঋণ প্রদান, অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক এবং অভিভাবকদের অর্থ দ্বারা আত্মকর্মী সৃজন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিএস ও ইয়্যুথ ক্লাব						
পণ্য বাজারজাত করণ	বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে বাজারজাতকরণে সহায়তা	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রধান						
প্রনোদনা ও পুরস্কার	সফল আত্মকর্মী বাছাই	উপজেলা পরিষদ						

১০। রিসোর্স ম্যাপ ঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	প্রয়োজনীয় অর্থ	
জনবল	নিজের অফিসের ও খন্ডকালীন নিয়োগ প্রাপ্ত ২ জন কর্মী।	৩০,০০০/- টাকা	নিজ দপ্তর ও উপজেলা পরিষদ
বস্তুগত	কম্পিউটার/ল্যাপটপ, মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন/ল্যান্ড ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ সহ মডেম, রেজিস্টার, প্রিন্টার, কাগজ ইত্যাদি।	১২,০০০/-	উপজেলা পরিষদ
অন্যান্য	আপ্যায়ণ খরচ, প্রচার, ছবি তোলা ও আনুষাঙ্গিক	৮,০০০/-	উপজেলা পরিষদ
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		৫০,০০০/-	উপজেলা পরিষদ
অন্যান্য	প্রশিক্ষন, ঋণ, অনুদান, উপকরণ		যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব অর্থায়নে

১১। ঝুঁকি

- বেকারমুক্ত করনের লক্ষ্যে ব্যাপক ঋনের চাহিদা। বেকারদের চাহিদা মাফিক চাকুরী প্রদানে ঝুকি। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

১২। কিভাবে এ আইডিয়াটি অন্য স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে? ঃ

- একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে বাংলাদেশের যে কোন গ্রামকে বেকারমুক্ত করণ সম্ভব।

১৩। Details of the Owner :

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল	আইডিয়া পাইলটিং এলাকা (৬ খ এর আলোকে)
মোঃ আবু বকর মোল্লা	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রূপসা, খুলনা।	০১৭১১-০৬১৪২৭	md.abubakarmolla 70@gmail.com	খুলনা জেলার রূপসা উপজেলাধীন ৩নং নৈহাটী ইউনিয়নের মাছুয়াডাংগা গ্রামকে বেকারমুক্ত গ্রাম ঘোষণা।

সার্বিক মন্তব্য

- এই আইডিয়াটি আমিই সর্বপ্রথম গ্রহণ করি, যা এটুআই, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। ইতিমধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি উপজেলায় আমার এই আইডিয়াটি অনুসরণ পূর্বক কার্যক্রম চলছে।

- পাইলট প্রকল্পটি সফল হলে এটি সমগ্র বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা গেলে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এই আইডিয়াটি একটি রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

চিত্রে বেকারমুক্ত গ্রামের কার্যক্রম

মাছুয়াডাংগা গ্রামকে বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্পের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে মত বিনিময় সভা।

বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্প শুভ উদ্বোধনে বক্তব্য রাখেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সরদার মাহবুবার রহমান।

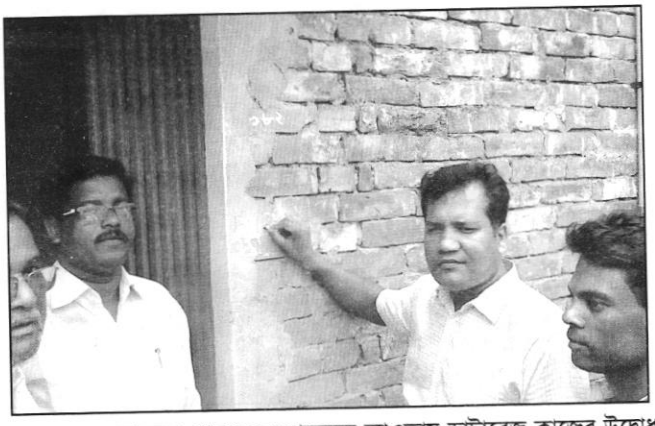

মাছুয়াডাংগা গ্রামকে বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্পের আওতায় ডাটাবেজ কাজের উদ্বোধন করছেন
মোঃ ছাদেকুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রূপসা, খুলনা।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, খুলনায় ইনোভেশনের সভা।

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগায় ২টি সেলাই মেশিন বরাদ্দপূর্বক সুরাইয়া আক্তার আন্নিকাকে সেলাই মেশিন প্রদান করছেন খুলনা-৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এস.এম.মোস্তফা রশিদী সুজা।

ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকায় ইনোভেশন প্রশিক্ষনকালীন বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্পের প্রেজেন্টেশনে ক্যাবিনেট ডিভিশনের অতিরিক্ত সচিব জনাব মাকসুদুর রহমান পাটোয়ারী মহোদয় প্রকল্পটির প্রশংসা করেন।

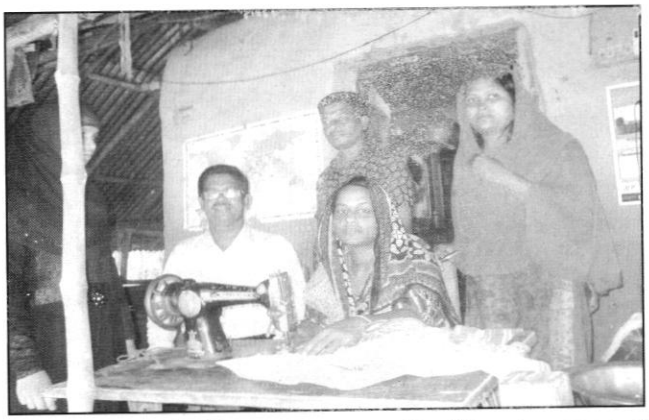

বেকারমুক্ত গ্রামের বাক প্রতিবন্ধী শুকজান বেগম সেলাই মেশিনে কাজ করছেন, পরিদর্শন করছেন উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার, রূপসা, খুলনা।

বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্পে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, খুলনার উপ-পরিচালক জনাব খান মাহবুবুজ্জামান।

বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন প্রকল্পে বিউটিফিকেশন কোর্স প্রশিক্ষন কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন রূপসা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ফ.ম. আঃ সালাম।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মোঃ এরশাদ উর রশিদ বেকারমুক্ত গ্রাম পরিদর্শন করছেন।

মাছুয়াডাংগা রূপসায় বেকার মুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্পের পরিদর্শন শেষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান।

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৬ এর সমাপনী অনুষ্ঠান ও উদ্ভাবনী উৎসব-এ প্রধান অতিথির আসনে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।

মাছুয়াডাংগা গ্রামকে বেকারমুক্ত করার জন্য খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ মহোদয়ের নিকট থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করছেন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও উদ্ভাবক মোঃ আবু বকর মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আবদুস সামাদ।

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গাকে নিরক্ষর মুক্ত করার লক্ষ্যে নিরক্ষরদেরকে অক্ষরজ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে। উপস্থিত উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ আবু বকর মোল্লা এবং প্রশিক্ষক সুমী ও লিনা।

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গায় প্রাণি সম্পদ দপ্তর থেকে মুরগী সহ মুরগীর ঘর ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দীন বাদশা, সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ছাদেকুর রহমান, প্রাণি সম্পদ অফিসার ডাঃ এবিএম জাকির হোসেন, যুব উন্নয়ন অফিসার মোঃ আবু বকর মোল্লা।

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গায় নকসী কাথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষনার্থীদের হাতের কাজ দেখছেন খুলনা জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব নাজমুল আহসান।

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গায় প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন খুলনা জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব নাজমুল আহসান।

বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিতব্য মেলার স্টলে কেবিনেট সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম মহোদয়ের সাথে রূপসা উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আবু বকর মোল্লা।

উন্নয়ন ও উদ্ভাবনে জন প্রশাসন-২০১৬ সামিট সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থাপতি ইয়াফেই ওছমান। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মাননা পান উদ্ভাবক মোঃ আবু বকর মোল্লা।

Access to Information (a2i) Programme
Prime Minister's Office

Certificate of Appreciation

This certificate is awarded to

Mr./Ms Md. Abubakar Molla, Upazila Youth Development Officer, Rupsha, Khulna

In recognition of the implementation of an innovation pilot and successful completion of the 'Public Service Innovation: Learning Journey' jointly organized by the respective office of the Divisional Commissioner, a2i Programme and Cabinet Division.

Kabir Bin Anwar
Project Director
Information (a2i) Programme

N M Zeaul Alam
Secretary, Coordination
Cabinet Division

নাগরিক সেবায় ইনোভেশন আইডিয়ায় মাছুয়াডাংগা গ্রামকে বেকারমুক্ত করার স্বীকৃতি স্বরুপ মোঃ আবু বকর মোল্লা, যুব উন্নয়ন অফিসারকে সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়।

Certificate of Participation

Cabinet Division
a2i Programme, Prime Minister's Office
&
Divisional Commissioner's Office, Khulna

Pleased to certify that
Mr. Md. Abubakar Molla
Upazila Youth Development Officer

Has actively participated in the 'Innovation in Public Service' workshop held on
28-30 October'16 at RPATC, Khulna

Director General (Admin), Prime Minister's Office
&
Project Director, a2i Program

Divisional Commissioner

Additional Secretary (ARE)
Cabinet Division

USAID

আঞ্চলিক লোক প্রশাসন কেন্দ্রে ৫ দিন ব্যাপী ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিসের উপর প্রশিক্ষণের সনদ।

Certificate Participation

Cabinet Division

&

a2i Programme, Prime Minister's Office

Pleased to certify that

MD. ABUBAKAR MOLLA

Upazila Youth Development Officer, Rupsha, Khulna

has attended the 'Workshop on Documentation & Dissemination of Innovation'

held on August 09-10, 2016 at Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novo Theatre Conference Hall, Dhaka

Kabir Bin Anwar
Director General (Admin), Prime Minister's Office
&
Project Director, a2i Programme

USAID

UNDP

বঙ্গবন্ধু নভো থিয়েটারে ২দিন ব্যাপী ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড ডেসিমিনেশন প্রশিক্ষনের সনদ

গত ইং ২৯/০৭/২০১৬ তারিখ বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার সম্মেলন কেন্দ্রে উন্নয়ন, উদ্ভাবনে জনপ্রশাসন-২০১৬ সামিটে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় স্থানীয় সরকার সচিব জনাব আবদুল মালেক স্যারের সাথে রূপসা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আবু বকর মোল্লা সম্মাননা গ্রহণ পরবর্তী সময়।

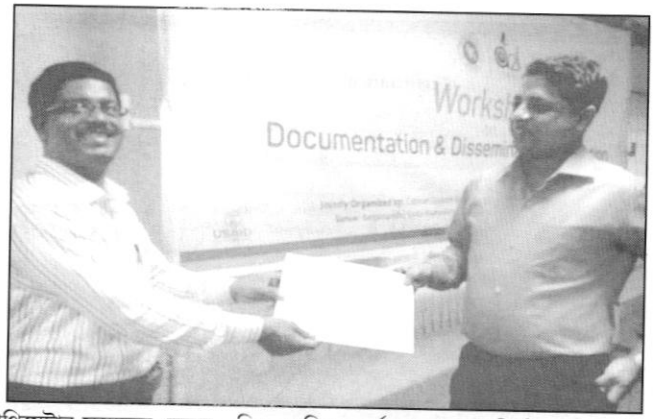

বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার সম্মেলন কেন্দ্রে ২দিন ব্যাপি ওয়ার্কশপের সমাপনি দিনে সনদ বিতরন করছেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ডোমেন স্পেসালিষ্ট a2i প্রকল্প, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সনদ গ্রহণ করছেন বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্পের ইনোভেটর মোঃ আবু বকর মোল্লা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রূপসা, খুলনা।

বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারে অনুষ্ঠিত্য ওয়ার্কসপে ১০/০৮/২০১৬ ইং বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গার পাইলট প্রকল্পের শুরু থেকে অদ্যবদি সকল কর্মকান্ডের ডকুমেন্টেশন উপস্থাপন করেন পাইলট প্রকল্পের ইনোভেটর মোঃ আবু বকর মোল্লা ডকুমেন্টেশন পরিদর্শন করছেন জনাব সাজ্জাদুল আলম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পি,এস,-১, মৎস্য অধিদপ্তরের মাননীয় মহাপরিচালক জনাব আরিফ আজাদ, a2i প্রকল্পের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেসালিস্ট জনাব মানিক মাহমুদ, a2i প্রকল্পের ডোমিন স্পেসালিস্ট জনাব মোঃ মিজানুর রহমান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত a2i প্রকল্পের আওতায় মাছুয়াডাংগা গ্রামকে বেকারমুক্ত ঘোষণা করায় বেকারমুক্ত গ্রামের প্রবক্তা রূপসা উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আবু বকর মোল্লা বিভাগীয় পর্যায় শ্রেষ্ঠ ইনোভেটরের সম্মাননা ও জাতীয় পর্যায় সম্মাননা পাওয়ায় রূপসা উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় এবং স্মারক সম্মাননা প্রদান করা হয়। স্মারক সম্মাননা প্রদান করেন জনাব কামাল উদ্দীন বাদশা, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, রূপসা ও জনাব মোঃ ছাদেকুর রহমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রূপসা, উপস্থিত ছিলেন সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ, বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদরাসা ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং সুধীজন।

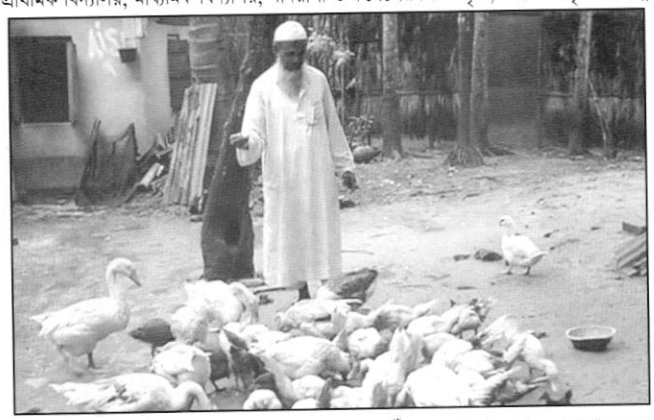

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগায় হাফেজ কেরামত হাঁসের খামার প্রকল্পে কাজ করছেন

উন্নয়নমেলা ২০১৬ শ্রেষ্ঠ স্টলের মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের স্টল। শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার প্রদান করেন উপজেলা চেয়ারম্যান রূপসা জনাব কামাল উদ্দিন বাদশা।

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগা যুব সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে অনুদানের অর্থ হতে গরু বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ ইলিয়াসুর রহমান ও জনাব মোস্তাক উদ্দীন উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর খুলনা ও পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তা।

বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগা যুব সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে অনুদানের অর্থ হতে মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ ইলিয়াসুর রহমান ও জনাব মোস্তাক উদ্দীন উপ-পরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর খুলনা ও পরিষদের অন্যান্য কর্মকর্তা।

পত্রিকার পাতায় বেকারমুক্ত গ্রামের কার্যক্রম

দৈনিক পূর্বাঞ্চল

খুলনা ঃ রবিবার ১৭ এপ্রিল ২০১৬

রবিবারের বিশেষ প্রতিবেদন

রূপসার মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামকে বেকারমুক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে বিষ ও রাসায়নিক সারমুক্ত সবজি চাষের পাশাপাশি গবাদি পশু পালন, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, হাঁস পালন এবং দর্জি কাজ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির দৃশ্য। -পূর্বাঞ্চল

বেকারমুক্ত গ্রামের নাম 'মাছুয়াডাঙ্গা'

রূপসা উপজেলা যুব উন্নয়ন দপ্তরের ব্যতিক্রমী উদ্ভাবন

এইচ এম আলাউদ্দিন/তোলানাথ রায় ঃ এইচএসসি পাশ করে বেকার সময় কাটাচ্ছিল জাহানারা খাতুন লিনার। পিতা মোঃ সবেদ আলী শেখের বাড়িতেই বসবাস তার। চার ভাই-বোনের মধ্যে লিনা ছোট। বড় বোন বিবাহিত এবং দু'ভাই চাকরীজীবী। পিতা একটি মাছ কোম্পানীতে কর্মরত। পরিবারে বেকার বলতে শুধু লিনাকেই বোঝায়। কিন্তু এখন আর লিনা বেকার নয়। দর্জি কাজ করে মাসে ৩/৪ হাজার টাকা আয় হয় তার। মোটামুটি ভালই চলছে।

এমনিভাবে রূপসার নৈহাটি ইউনিয়নের মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামের মনিরা খাতুন, মোঃ মুরাদুল ইসলাম, কামরুল হাসান কাজল, কাকলি, সোহরাব হোসেন ছাড়াও বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেন বাক-প্রতিবন্ধী কামরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী সুরুজান বিবিও। কামরুল ইসলাম বোবা হলেও আর্ট করে এবং স্ত্রী সুরুজান বিবিও দর্জির কাজ আর গাভী পালন করে তাদের দু'সন্তানকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। কামরুল ইসলামের বৃদ্ধ পিতা-মাতাও রয়েছেন সংসারে। যদিও পিতা মোঃ সফিউদ্দিন মোল্লা এখনও ভ্যান চালান। তবে বসে নেই ওই গ্রামের কেউই। সবাই কোন না কোন কাজের মধ্যে থেকে অর্থ উপার্জনে এখন সক্রিয়। কেউ কেউ গবাদি পশু পালনের পাশাপাশি স্থাপন করেছেন বায়োগ্যাস প্লান্ট, যা দিয়ে দৈনন্দিন রান্নাবান্নার কাজও করা হচ্ছে। বিষ, কীটনাশক ও রাসায়নিক সারমুক্ত সবজি চাষ করেও অনেকে অর্থ উপার্জন করছেন। সেই সাথে দেশী মুরগী, চীনা হাঁস পালনেও এগিয়ে আসছেন অনেকে। রূপসা উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে ছোট এই গ্রামটিকে ঘিরেই নেয়া হয়েছে পাইলট প্রকল্প। প্রকল্পের নাম 'বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্প'। বেকারমুক্ত গ্রাম গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ব্যক্তির নাম মোঃ আবু বকর মোল্লা। তিনি এলাকায় 'যুব সাহেব' অথবা 'যুব ভাই' নামে পরিচিত। রূপসা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত এই ব্যক্তি বললেন, বেকারমুক্ত গ্রাম গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়াটা একটি সুন্দর ব্যাপার। তার পরেও তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই তার আহবানে (২-এর পাতায়)

বেকারমুক্ত গ্রামের

সাড়া দিয়ে নিয়েছেন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। আর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে গেলে অন্যান্য এলাকাকেও বেকারমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব উল্লেখ করে তিনি বলেন, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন তখনই বাস্তবায়ন হবে যখন দেশের ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি হাতকে কাজে লাগানো যাবে।

কিভাবে এমন প্রকল্পের উদ্ভাবন জানতে চাইলে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবু বকর মোল্লা বললেন, প্রধানমন্ত্রীর একসেস টু ইনফরমেশন(এটুআই) প্রকল্পের আওতায় তাকে যখন টিসিভি(টাইম, কষ্ট, ভিজিট) অর্থাৎ কম সময়ে, কম অর্থ খরচে এবং কম সময় যাতায়াতের মাধ্যমে জনসেবা দেয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলো তখন তিনি তার অধিদপ্তরের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প হাতে নিলেন। প্রথমে তিনি নৈহাটি গ্রামকে বেছে নিয়ে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করলেন। এরপর সেটি নিয়ে গেলেন ঢাকায়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি প্রশিক্ষণে তিনি বিষয়টি মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরলে কর্তৃপক্ষ এটি গ্রহণ করেন। তবে প্রথমেই এত বড় গ্রামকে না নিয়ে একটি ছোট গ্রামকে টার্গেট করার পরামর্শ দেয়া হয়। পরে তিনি কর্মস্থলে ফিরে নির্বাচন অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখলেন উপজেলার সবচেয়ে ছোট গ্রাম হচ্ছে মাছুয়াডাঙ্গা। দু'জন নারী কর্মীকে নিয়ে তিনি প্রথমেই গ্রামের একটি ডাটাবেজ তৈরি করলেন। দেখা গেলো ১০৭টি পরিবারের এ গ্রামের মোট লোকসংখ্যা ৫৫৮ জন। যার মধ্যে পুরুষ ২৪০ জন এবং মহিলা ২৫৬ জন। এর মধ্যে শূন্য থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত বয়সের সদস্য সংখ্যা ১৪৩ জন।

১৮-৩৫ বছর পর্যন্ত যুব শ্রেণির সংখ্যা মোট ১৭৪ জন। এর মধ্যে ১৫১ জন বেকার, ১৩ জন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত এবং ১০ জন নারী ধর্মীয় কারণে প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী নন। ডাটাবেজ তৈরির পর ওই ১৫১ জন বেকার যুবক/যুবতীকে নিয়েই তার পথচলা শুরু।

গ্রামের ১৮-৩৫ বছর বয়সী বেকার যুব-যুবাদের মধ্যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ৪০ জনকে দর্জি বিজ্ঞান ও হস্তশিল্প, দু'জনকে বিউটিফিকেশন, ২৪ জনকে পোল্ট্রি ফার্ম ও গাভী পালন, ৩০ জনকে মাছ চাষ, ১৪ জনকে ফ্যাশান ডিজাইন এবং ৪১ জনকে গাভী পালনের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। গ্রামের ২৫ জন নিরক্ষর লোককে অক্ষরজ্ঞান দিতে গড়ে তোলা হয় বয়স্ক শিক্ষালয়। একজন গ্রামকে দু'টি ভাগে ভাগ করে গুলশানারা সুমি এবং জাহানারা লিনা নামের দু'জনকে দায়িত্ব দেয়া হয়। গ্রামের একটি কিন্ডার গার্টেনকেও সরকারি করণের প্রস্তাবনা দেশের পরিকল্পনা রয়েছে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার।

গত বছর জুলাই মাস থেকে গ্রামের বেকার যুবক/যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ শুরু করা হয়। চালু করা হয় পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচীও। প্রতি জনকে ১০ হাজার টাকা করে ৫০ জনের একটি গ্রুপকে সর্বমোট পাঁচ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া হয়। আর যাদের ঋণের প্রয়োজন নেই তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজেদের ব্যবসাকে আরও সক্রিয় করতে সহযোগিতা করা হয়।

এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বরকে এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়েছে।

নৈহাটি ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান কামাল হোসেন বুলবুল বলেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরে মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামকে বেকারমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। এটি অবশ্যই একটি ভাল উদ্যোগ। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান তিনি। পাশাপাশি শপথ নেয়ার পর তিনি নিজেও ওই গ্রামে গিয়ে প্রকল্পটিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন। এ গ্রামকে বেকারমুক্ত করা সম্ভব হলে পার্শ্ববর্তী আরও অনেক গ্রামের মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা এবং নৈহাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম পলাশ বলেন, এটি অত্যন্ত ভাল কাজ। ওই গ্রামে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেশি বিধায় তারা যুব উন্নয়নের প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাছাড়া অনেক প্রকল্প নিয়ে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ শোনা গেলেও এ প্রকল্পের ব্যাপারে এখনও এমনটি শোনা যায়নি। যদিও স্থানীয় একজন বাসিন্দা বললেন, প্রকল্প সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা দেয়া হয়নি এলাকাবাসীকে। যে কারণে প্রকল্পে আসলেই দুর্নীতি-অনিয়ম হয় কি না সেটি এখনও নিশ্চিত নয় বলেও তার দাবি।

এ প্রসঙ্গে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বলেন, এ প্রকল্পের জন্য তাকে কোন অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা দেয়া হয়নি। আগেই বলে দেয়া হয়েছে নিজস্ব অর্থের মধ্য দিয়েই প্রকল্প উদ্ভাবন করতে হবে। তাই তার অফিসের নির্ধারিত বাজেট থেকেই এ প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে।

গ্রামের তথ্যানুসারে দর্জি বিজ্ঞান বিষয়ে ৪০জন প্রশিক্ষিত যুব মহিলার মধ্য থেকে ৩৮ জন, মাছ চাষ বিষয়ে ৩০ জনের মধ্য থেকে ২৮ জন, পারিবারিক পোল্ট্রি পালন বিষয়ে ২৪ জনের মধ্য থেকে ২০ জন বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলে বেকারমুক্ত হয়েছেন। এছাড়া দু'জন যুব মহিলা বিউটিফিকেশনের উপর প্রকল্প গ্রহণ করে নিজেদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তুলে বেকারমুক্ত হয়েছেন। ১৪ জন যুবকের ফ্যাশান ডিজাইন বিষয়ক কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্পে চাকরী প্রদানের উদ্দেশ্যে শীঘ্রই তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ঢাকায় গার্মেন্টস শিল্পে চাকরীতে নিয়োগ প্রদানপূর্বক বেকারমুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের জন্য চারটি আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে গ্রামটিতে দু'টি সেলাই মেশিন প্রদান করেছেন খুলনা-৪ আসনের সংসদ সদস্য এসএম মোস্তফা রশিদী সুজা।

এদিকে, রূপসা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার এমন উদ্ভাবনীকে পুরস্কৃত করেছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। গত ৫-৮ এপ্রিল খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে জেলার শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক হিসেবে রূপসা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। বিভাগীয় প্রশাসন এ মেলার আয়োজন করে।

খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আব্দুস সামাদ বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি গ্রামকেই বেকারমুক্ত করা। একজন রূপসা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার ন্যায় আরও কেউ প্রকল্প গ্রহণ করলে তাকে সহযোগিতা করা হবে। পাশাপাশি তাকে পুরস্কৃত করা হবে। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী বিষয়ে আরও বেশি কর্মসূচী গ্রহণের জন্য তিনি মাঠ প্রশাসনের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, এতে এক সময় দেখা যাবে গোটা দেশটাই বেকারমুক্ত হবে।

নবিক সহায়তায় বিশ্বে তৃতীয়
ষ্ঠা : পৃষ্ঠা-৯

দৈনিক
সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

বেকারমুক্ত একটি গ্রামের নাম 'মাছুয়াডাঙ্গা'

আব্দুর রাজ্জাক রানা ঃ 'মাছুয়াডাঙ্গা' বেকারমুক্ত একটি গ্রামের নাম। খুলনার রূপসা উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট এই গ্রামটিকে ঘিরেই নেয়া হয়েছে পাইলট প্রকল্প। প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে 'বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন পাইলট প্রকল্প'। বেকারমুক্ত গ্রাম গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ব্যক্তির নাম মো. আবু বক্কর মোল্লা। তিনি এলাকায় 'যুব সাহেব' অথবা 'যুব ভাই' নামে পরিচিত। রূপসা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত এই ব্যক্তি বললেন, বেকারমুক্ত গ্রাম গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়াটা একটি দুরূহ ব্যাপার। তার পরেও তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিয়েছেন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ। আর প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের আত্মকর্মসংস্থানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এভাবে পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে গেলে অন্যান্য এলাকাকেও বেকারমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব উল্লেখ করে তিনি বললেন, সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন তখনই বাস্তবায়ন হবে যখন দেশের ১৬ কোটি মানুষের ৩২ কোটি হাতকে কাজে লাগানো যাবে।

কিভাবে এমন প্রকল্পের উদ্ভাবন জানতে চাইলে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আবু বক্কর মোল্লা বললেন, প্রধানমন্ত্রীর একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্পের আওতায় ভাকে যখন টিসিভি (টাইম, কষ্ট, ভিজিট) অর্থাৎ কম সময়ে, কম অর্থ খরচে এবং কম সময় যাতায়াতের মাধ্যমে জনসেবা দেয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হলো তখন তিনি তার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প হাতে নিলেন। প্রথমে তিনি নেহাটি গ্রামকে বেছে নিয়ে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করলেন। এরপর সেটি নিয়ে গেলেন ঢাকায়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের একটি প্রশিক্ষণে তিনি বিষয়টি মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনের মাধ্যমে তুলে ধরলে কর্তৃপক্ষ এটি গ্রহণ করেন। তবে প্রথমেই এত বড় গ্রামকে না নিয়ে একটি ছোট গ্রামকে গ্রামের নিউ হলি চাইল্ড কিন্ডার গার্টেনটি সরকারিকরণের প্রস্তাবনা পেশের পরিকল্পনা রয়েছে যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার। এ গ্রামের মিন্টু ও মাহফুজুর রহমানসহ আরো কয়েকজন যুবকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কিন্ডার গার্টেনটি গড়ে উঠেছে। যা এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে চলেছে। তিনি বক্তব্যে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

গত বছর জুলাই মাস থেকে গ্রামের বেকার যুবক/যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজ শুরু করা হয়। চালু করা হয় পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচিও। প্রতি জনকে ১০ হাজার টাকা করে ৫০ জনের একটি গ্রুপকে সর্বমোট পাঁচ লাখ টাকা ঋণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া হয়। আর যাদের ঋণের প্রয়োজন নেই তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজেদের ব্যবসাকে আরও সক্রিয় করতে সহযোগিতা করা হয়। এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বরকে এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়েছে।

এমনি একজন জাহানারা খাতুন লিনা। এইচএসসি পাস করে সে বেকার সময় কাটাচ্ছিল। তার পিতা ভূমিকা রাখতে পারবে। তাছাড়া অনেক প্রকল্প নিয়ে দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ শোনা গেলেও এ প্রকল্পের ব্যাপারে এখনও এমনটি শোনা যায়নি। যদিও স্থানীয় একজন বাসিন্দা বললেন, প্রকল্প সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা দেয়া হয়নি এলাকাবাসীকে। যে কারণে প্রকল্পে দালাল ও দুর্নীতি-অনিয়ম হয় কি না সেটি এখনও নিশ্চিত নয় বলেও তার দাবি।

নেহাটি ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান কামাল হোসেন বুলবুল বলেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরে মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামকে বেকারমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছেন। এটি অবশ্যই একটি ভাল উদ্যোগ। এ উদ্যোগকে স্বাগত জানান তিনি। পাশাপাশি শপথ নেয়ার পর তিনি নিজেও ওই গ্রামে গিয়ে প্রকল্পটিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন। এ গ্রামকে বেকারমুক্ত করা সম্ভব হলে পার্শ্ববর্তী আরও অনেক গ্রামের মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আবু বক্কর মোল্লা বলেন, এ

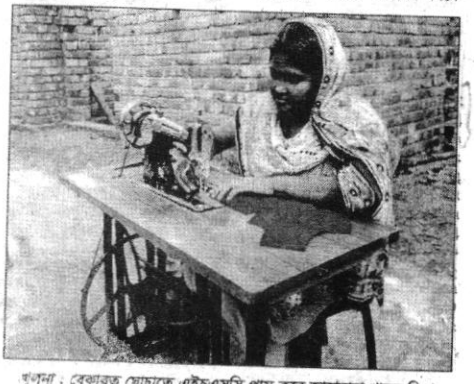

খুলনা : বেকারত্ব ঘোচাতে এইচএসসি পাস করে জাহানারা খাতুন লিনা বাড়িতে দর্জির কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছে

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস

সমকাল

প্রথম সংস্করণ

www.samakal.net

শনিবার ১৫ অক্টোবর ২০১৬

মাছুয়াডাঙ্গা : যে গ্রামে বেকার নেই

■ মামুন রেজা, খুলনা ব্যুরো

খুলনার রূপসা উপজেলার মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামের গুলশানারা সুমির বাবা আলী আকবর মোল্লা কাজ করতেন একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে। এক বছর আগে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে একপ্রকার শয্যাশায়ী তিনি। ফলে অসুস্থ বাবাসহ মা ও ছোট বোনের দায়িত্ব চাপে সুমির কাঁধে। শিক্ষাজীবন শেষ করার আগে এমন পরিস্থিতিতে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। একপর্যায়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনে কাজ শুরু করেন তিনি। সে সঙ্গে শুরু করেন কবুতর, মুরগি ও চীনা হাঁস পালন এবং নকশিকাঁথা সেলাই। সুমি জানান, এখন তার প্রতি মাসে ৭-৮ হাজার টাকা আয় হয়। এই টাকা দিয়ে তাদের সংসার ভালোভাবেই চলছে।

একই গ্রামের মো. বদরুজ্জামান এক বছর আগেও বেকার ছিলেন। তিনি ও তার স্ত্রী সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে ঋণ পান। অবশ্য তারা দর্জির কাজ করেননি। বদরুজ্জামান মুদি দোকান করেছেন। তিনি জানান, দোকানের আয় দিয়েই স্বামী-স্ত্রী ও দুই মেয়ের সংসার চলে যায়। এইচএসসি পাস করার পর বেকার সময় কাটাইল জাহানারা দিনার। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

শনিবারের বিশেষ

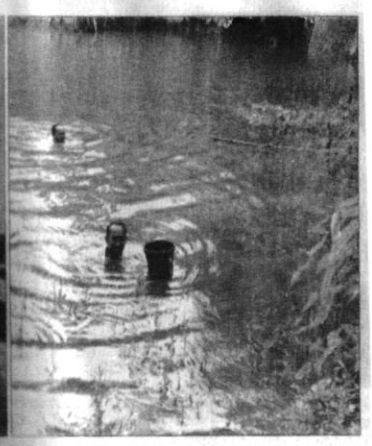

খুলনার রূপসা উপজেলায় দর্জির প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করে সংসারের হাল ধরেছেন তানা (বাঁয়ে); মাঠের চাষ করে আয়ের পথ খুঁজে পেয়েছেন তরিকুল ■ সমকাল

সমকাল পৃষ্ঠা ২০

http://hmnews24.com

যুব উন্নয়নের পরিচালকের বেকারমুক্ত গ্রাম পরিদর্শন

Date: November 19, 2015 90 Views

রূপসা প্রতিনিধি: রূপসা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আয়োজিত মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামকে বেকার মুক্ত করার লক্ষে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময় সভা গত ১৯ নভেম্বর বেলা ১১ টায় অনুষ্ঠিত হয়।

মাছুয়াডাঙ্গা নিউ হলি চাইল্ড কিন্ডার গার্টেনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (দারিদ্র বিমোচন ও ঋণ) মো. এরশাদ-উর-রশীদ। যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আবু বকর মোল্লার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন রূপসা কলেজের অধ্যক্ষ ফ.ম.আ.সালাম।

খুলনা ১১ জানুয়ারি ২০১৭, ২৮ পৌষ ১৪২৩, ১২ রবিউস সানি ১৪৩৮
রেজিঃ নং-কেএন ৪৬৯/১০, সপ্তম বর্ষ, সংখ্যা ১৮৫, পৃষ্ঠা ৪, মূল্য ৩ টাকা

সময়ের খবর

◀ উত্তর...পূর্ব...পশ্চিম...দক্ষিণ ▶

রূপসা : রূপসায় যুব উন্নয়নের উদ্যোগে গ্রামবাসির মাঝে বিনা মূলে মুরগীর বাচ্চা ও গরু বিতরণী

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন বাদশা।

রূপসার মাছুয়াডাঙ্গায় বিনামূল্যে গরু ও মুরগির বাচ্চা বিতরণ

রূপসা প্রতিনিধি

রূপসা উপজেলার বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাঙ্গা সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে মুরগির বাচ্চা ও গরু বিতরণ গত সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টায় স্থানীয় কিন্ডার গার্টেন স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পাইলট প্রকল্পের উন্নয়নের লক্ষে খুলনা জেলা প্রশাসন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ইলিয়াছুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রূপসা উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ কামাল উদ্দীন বাদশা। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর খুলনার উপ-পরিচালক মোঃ মোস্তাক উদ্দীন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিনা আক্তার লিপি, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ এবিএম জাকির হোসেন, নৈহাটী ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ কামাল হোসেন বুলবুল। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আবু বকর মোল্লার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, রূপসা প্রেসক্লাবের সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী বিষ্ণু, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম ডালিম, প্যানেল চেয়ারম্যান আসাবুর রহমান, আব্দুল গফুর খান, ইউপি সদস্য রবিউল ইসলাম ফকির, সংরক্ষিত ওয়ার্ড সদস্য রেশমা আক্তার, দোলেনা বেগম।

এই পত্রিকা গুলি ছাড়াও স্থানীয়, জাতীয় অসংখ্য পত্রিকায় এ বিষয়ে সংবাদ ছাপা হয়েছে এবং News 24, Channel 24, SATV, JOY TV তে সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন সম্প্রচারিত হয়েছে।

ডাটাবেজের তথ্যানুসারে নিম্নে বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগার বেকারদের ঋণ সহায়তা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী প্রদান ও বিনামূল্যে উপকরন যথাক্রমে হাস-মুরগী, মৎস্য, সেলাই মেশিন বিতরন ও স্বউদ্যেগে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে বেকারমুক্ত হওয়ার তথ্যাদি প্রদত্ত হলো।

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	নিলুফা ইয়াসমিন,স্বাঃ এহিয়া আলম(নানু)	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
০২	খুরশিদা খাতুন,স্বাঃ নাজমুচ্ছাদাত বাবলু	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
০৩	হিরন মন্ডল,পিং- কার্তিক মন্ডল	বেকার	পোল্ট্রি ফার্মে চাকুরীরত	
০৪	কাদিরা আফরিন, স্বাঃ নাসির মোল্যা	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
০৫	ফারহানা ইয়াসমিন,স্বাঃ হুমায়ুন মোল্যা	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
০৬	রমজান মোল্যা, পিং- আব্দুর সাত্তার মোল্যা	বেকার	গ্লোরি জুট মিলে চাকুরীরত	
০৭	রবিউল ইসলাম রাকিব,পিং-মৃত মফিজুল শেখ	বেকার	ক্ষুদ্র ব্যবসা	
০৮	স্বপন ব্যাপারি,পিং-	বেকার	ক্ষুদ্র ব্যবসা	
০৯	রেহেনা পারভীন, স্বাঃ কামরুল হাসান	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১০	ওসমানুর রহমান জনি,পিং-মোঃ মতিয়ার রহমান	বেকার	শ্রমিক	
১১	সখিনা বেগম,স্বাঃ আশিক শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১২	অনিতা মন্ডল,স্বাঃ হিরন মন্ডল	বেকার	ক্ষুদ্র কুটির শিল্প	
১৩	রবিউল ইসলাম,পিং-সমসের শেখ	বেকার	কাঠমিস্ত্রী	
১৪	শিউলি, স্বাঃ মোজাহিদুল ইসলাম	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৫	রেখা বেগম, স্বাঃ সাইফুল শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৬	মাবিয়া কামাল, স্বাঃ মাসুদ হাসান	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৭	আম্বিয়া খাতুন,স্বাঃ তরিকুল ইসলাম	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৮	মাসুমা বেগম,স্বাঃ রাসেল শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৯	কারিমা বেগম,স্বাঃ রমজান শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২০	সেলিনা জামান,স্বাঃ বদরুজ্জামান	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২১	শুকজান আক্তার, স্বাঃ কামরুল ইসলাম	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২২	কবিতা আক্তার,পিং- কবির সর্দার	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৩	সুরাইয়া আক্তার,স্বাঃ নাজিম মুন্না	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৪	সুরাইয়া (সুমি),স্বাঃ হালিম মোল্যা	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৫	ফাতেমা বেগম, স্বাঃ আলী মোল্যা	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৬	শারমিন আক্তার, স্বাঃ মৃত মফিজুল ইসলাম	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৭	এস,এম সালাউদ্দিন, পিং-	বেকার	চাকুরীরত	
২৮	রানী বেগম, স্বাঃ কামাল হোসেন	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৯	সুমাইয়া জামান, পিং-বদরুজ্জামান	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩০	রাবেয়া ইয়াসমিন, পিং-নুর মোহাম্মদ শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩১	নুসরাত জাহান মায়শা, স্বাঃ এস,এম সালাউদ্দিন	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩২	শাহানাজ পারভীন, স্বাঃ বায়জীদ শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩৩	রুখসানা খাতুন, পিং- সাত্তার মোল্যা	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩৪	হিরা খাতুন, পিং- মেছের আলী	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩৫	লাবনী আক্তার, স্বাঃ মুরাদুল ইসলাম	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩৬	নিলুফা আক্তার, স্বাঃ লিটন শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩৭	কোহিনুর বেগম,স্বাঃ মাসুম শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩৮	মনিরা বেগম, স্বাঃ নজরুল ইসলাম	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৩৯	জহিরুল ইসলাম বাবু, পিং-মোঃ ছবেদ আলী	বেকার	চাকুরীরত	
৪০	মায়শা আক্তার বিউটি,স্বাঃ ইমদাদুল শেখ	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
৪১	লাইজু বেগম,স্বাঃ মনিরুল ইসলাম	বেকার	ক্ষুদ্র শিল্পে চাকুরী	
৪২	কারিমা আফরিন, পিং-আঃ সালাম শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৪৩	সাহানারা রুমি,পিং-আলী আকবর মোল্লা	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৪৪	শিউলি বেগম, স্বাঃ ফরিদ শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৪৫	শাহারিয়া সুলতানা, স্বাঃ মুরশিদুল ইসলাম	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৪৬	রেখা বেগম, পিং-মোঃ আঃ খোকা মোল্লা	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৪৭	ইনজামাম উল হক, পিং-মোঃ ইউসুফ শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৪৮	মোঃ আল আমিন শেখ, পিং-মোঃ আবুল হোসেন শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৪৯	তহমিনা খানম, স্বাঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৫০	সেলিনা বেগম, স্বাঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৫১	মনিরা বেগম, স্বাঃ মোঃ আবুল কালাম শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৫২	মোঃ সালাম শেখ, পিং-হাবিবুর রহমান	বেকার	খন্ডকালিন চাকুরী (মাছ কোম্পানী)	
৫৩	নাজিম মুন্না, স্বাঃ মোঃ নজরুল মুন্সি	বেকার	গার্মেন্টেসে চাকুরীরত	ঋণ গ্রহীতা
৫৪	লিলিমা বেগম, স্বাঃ মোঃ রবিউল ইসলাম	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৫৫	রিমা বেগম, স্বাঃ মোঃ মোস্তফা	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৫৬	পারুল বেগম, স্বাঃ আব্দুল গনি ফকির	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৫৭	কলি বেগম, স্বাঃ মোঃ ফরহাদ মোল্যা	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৫৮	আকলিমা বেগম, স্বাঃ মোঃ হালিম মোল্যা	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৫৯	ইরানী বেগম, স্বাঃ মোঃ সালাম হোসেন	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৬০	মোঃ ইমদুদুল ইসলাম রাজু, পিং-	বেকার	ব্যবসা	
৬১	রুবিনা, স্বাঃ ডাঃ ফজলুল হক	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৬২	বীথি আক্তার, পিং- মাহাবুব শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৬৩	আকলিমা বেগম, পিং-কাওছার মোল্লা	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৬৪	মিলন খান, পিং-মৃত আতিয়ার রহমান	বেকার	চাকুরীরত (মাছ কোম্পানী)	
৬৫	জাহানার লিনা, পিং-মোঃ সবেদ আলী	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৬৬	মোঃ নাজমুল, পিং-মোনতাজ বেগম	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প	ঋণ গ্রহীতা
৬৭	মুক্তা মনি, পিং-মৃত নুর মোহাম্মদ শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৬৮	গুলশানারা সুমি, পিং-আলী আকবার মোল্লা	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৬৯	রেহেনা বেগম, পিং-মৃত মোফাজ্জল শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৭০	শাহানারা বেগম, স্বাঃ মোঃ আঃ সালাম শেখ	বেকার	পোল্ট্রি প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৭১	শিউলি আক্তার লুচি, স্বাঃ কামরুজ্জামান	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৭২	মোঃ নাজমুল শেখ অপু, পিং-ফারুক শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৭৩	মোহাম্মদ মুরাদুল ইসলাম, পিং-নুর মোহাম্মদ শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৭৪	মোঃ রাসেল শেখ, পিং-আঃ রাজ্জাক শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৭৫	আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিং- ইসমাইল হোসেন	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৭৬	নূর-ই-জিনাত নিশা, পিং- মোস্তাক আহমেদ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৭৭	মোঃ নাজমুচ্ছাদাত বাবলু, পিং- আঃ লতিফ মোল্যা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৭৮	তরিকুল ইসলাম ডালিম, পিং- আব্দুল লতিফ মোল্যা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৭৯	মোসাঃ শাকুরা সুলতানা, পিং- আঃ সালাম শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৮০	নুর নাহার, পিং- মৃত হামিদ শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
৮১	মোঃ আরিফুল ইসলাম, পিং- মোনতাজ শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৮২	মোঃ মাছুম শেখ, পিং- আঃ গফুর শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৮৩	মোঃ ফরহাদ শেখ, পিং- মৃত নুর মোহাম্মাদ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৮৪	আব্দুল্লাহ, পিং- মৃত মফিজুল ইসলাম	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৮৫	মোছাঃ ফারহানা খাতুন, পিং- আঃ ছাত্তার মোল্লা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৮৬	খাদিজা, স্বাঃ রফিকুল ইসলাম	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৮৭	মোঃ কামরুল ইসলাম, পিং- সফিউদ্দিন মোল্লা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৮৮	মোঃ নিয়ামুল কবির শেখ, পিং- মৃত কেরামত আলী শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৮৯	মোঃ আবুল কালাম শেখ, পিং- মৃত দ্বীন মুহম্মদ শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৯০	নাসির মোল্লা,পিং- মকবুল মোল্লা	বেকার	চাকুরীরত (মাছ কোম্পানী)	
৯১	ইমরান শেখ, পিং- মোঃ ইউসুফ শেখ	বেকার	চাকুরীরত (গার্মেন্টস)	
৯২	সোহাগ মৃধা, পিং- সোহরাব মৃধা	বেকার	চাকুরীরত (প্রাইভেট কার)	
৯৩	মোঃ ইমরাজ হোসেন, পিং- ইব্রাহিম সেখ	বেকার	ক্ষুদ্র ব্যবসা	
৯৪	হালিমতুছ সাদিয়া, পিং- ক্বারী আঃ রশিদ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৯৫	ছাবিনা, স্বাঃ ইকবাল শেখ	বেকার	নকশি কাথা প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৯৬	ফাতেমা খাতুন মুক্তা, পিং- শাহ আলম মোল্লা	বেকার	নকশি কাথা প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৯৭	নাছরিন, পিং- নাসির হাওলাদার	বেকার	নকশি কাথা প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
৯৮	মনিরা খাতুন, পিং- গোলাম মোস্তফ শেখ	বেকার	বিউটি পার্লার প্রকল্প দ্বার বেকারমুক্ত	
৯৯	তাহিরা খাতুন, স্বাঃ তরিকুল ইসলাম ডালিম	বেকার	বিউটি পার্লার প্রকল্প দ্বার বেকারমুক্ত	
১০০	লক্ষী ব্যাপারী, পিং- কার্তিক মন্ডল	বেকার	ক্ষুদ্র ব্যবসা	
১০১	শিউলী বেগম, পিং- হুমায়ুন কবির	বেকার	সেলাই প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১০২	জাহানারা বেগম, স্বাঃ মিরাজুল ইসলাম	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প	
১০৩	জান্নাতুল ফেরদাউছ (চাঁদনী), পিং- মোঃ মতিয়ার রহমান	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১০৪	ফাতেমা বেগম, স্বাঃ জাকির শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১০৫	সাহানা বেগম, স্বাঃ আলম শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১০৬	মাহিনুর বেগম, স্বাঃ সাগর	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১০৭	তানিয়া খাতুন, পিং- ইসলাম শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১০৮	নাজমিন আক্তার, স্বাঃ মোঃ তারেক শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১০৯	সুরাইয়া আফরোজ, পিং- নজরুল ইসলাম মুন্সি	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১১০	রেক্সনা বেগম, পিং-আঃ সাত্তার মোল্যা	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১১১	আরফিনা বেগম, স্বাঃ কাইয়ুম শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১১২	পারুল বেগম, স্বাঃ আশিকুর রহমান	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১১৩	রোজিনা বেগম, স্বাঃ মিলন খান	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১১৪	রিনা খাতুন, পিং- আবুল বাশার সানা	বেকার	চাকুরীরত	
১১৫	মোঃ আব্দুল্লাহ-আল মামুন, পিং- রমজান শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১১৬	মোঃ শেখ সাদী সর্দার, পিং- মোঃ চাঁন সর্দার	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১১৭	মোঃ বাপ্পী শেখ, পিং- আবেদ আলী	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১১৮	মোঃ ইকলাছ শেখ, পিং- সাদেকুর রহমান	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১১৯	মোঃ ফেরদাউছ সর্দার, পিং- চাঁন সর্দার	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১২০	মোঃ রনি শেখ, পিং- ইব্রাহিম শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১২১	মোঃ তারেক শেখ, নূর ইসলাম শেখ	বেকার	চাকুরীরত	
১২২	আশিকুর রহমান, পিং- আনিচ শিকদার	বেকার	চাকরীরত	
১২৩	মোঃ আল আমিন শেখ, পিং- আলী মর্তুজা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১২৪	মোঃ ইকরাম শেখ, পিং- মোঃ ইব্রাহিম শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১২৫	মোঃ শরিফুল ইসলাম, পিং- মোঃ জয়নাল শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১২৬	মোঃ মোস্তফা হাওলাদার, পিং- ইনতাজ হাওলাদার	বেকার	ভ্যান চালক	
১২৭	মোঃ মিরাজুল ইসলাম, পিং- সমশের শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১২৮	ইমদাদুল শেখ, পিং- কালাম শেখ	বেকার	গ্রিল মিস্ত্রী	
১২৯	তাসলিমা, পিং- কালাম শেখ	বেকার	চাকুরীরত (গ্লোরী জুট মিল)	
১৩০	ফাতেমা আক্তার টুনি, স্বাঃ সাজিদুল ইসলাম হিরন	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩১	মোঃ রানা হোসেন, পিং- আব্দুল কুদ্দুস	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩২	নাদিরা বেগম, স্বাঃ ইকলাছ শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩৩	আরজু মনি, স্বাঃ আবুল কাশেম	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩৪	সাথী বেগম, স্বাঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩৫	পাখি আক্তার, স্বাঃ আরিফ হাওলাদার	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩৬	মোঃ শহিদুল ইসলাম, পিং- কালাম শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩৭	মোঃ মাহফুজ শেখ, পিং- আবুল হোসেন শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩৮	হোসনেআরা বেগম, স্বাঃ উবায়দুল্লাহ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৩৯	নাহিদ, পিং- মৃতঃ আজিজ শেখ	বেকার	গরু মোটাতাজাকরন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন	
১৪০	রাশিদা কবির,স্বাঃ কবির মোল্লা		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪১	মোসা ঃ হিরা মনি, পিতা- মৃত বেলায়েত হোসেন		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪২	মর্জিনা বেগম, স্বাঃ আওয়াল হাওলাদার		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪৩	সেলিনা বেগম, স্বাঃ আব্দুল কুদ্দুস হাওলাদার		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪৪	ইয়াসমিন সুলতানা, স্বাঃ ইমদাদ শেখ		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪৫	ফারজানা কুইন, স্বাঃ মনিরুল ইসলাম মনি		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪৬	সিরাজুম মুনিরা, পিতা-রবিউল ইসলাম পলাশ		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪৭	মোমেনা বেগম, স্বাঃ শারাফাত হুসাইন		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪৮	মাহমুদা ,স্বাঃ মহিবুল্লাহ		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৪৯	মাসুমা, স্বাঃ মাসুম বিল্লাহ		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৫০	আফরোজা খাতুন, পিং-আনোয়ার হোসেন		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	
১৫১	নাসরিন জাহান, স্বাঃ আজিজুল শেখ		ধর্মীয় পর্দা প্রথার কারনে প্রশিক্ষণ গ্রহনে আগ্রহী নয়	

মাছুয়াডাঙ্গা গ্রামের নিরক্ষরদের স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন তালিকা ঃ

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	সেলিনা বেগম,স্বাঃ জহিরুল ইসলাম	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
০২	রিমা বেগম,স্বাঃ মোস্তফা হাওলাদার	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
৩	আনোয়ারা বেগম,স্বাঃ আঃ জলিল	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
০৪	খাদিজা বেগম,স্বাঃ রফিকুল ইসলাম	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
০৫	আবেদা বেগম, স্বাঃ মনিরুল ইসলাম	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
০৬	আয়শা বেগম,স্বাঃ আঃ খালেক	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
০৭	তাছলিমা বেগম,স্বাঃ মৃত মফিজুল	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
০৮	আঃ সালাম শেখ,পিতা- মৃত রকমোতুল্লা শেখ	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
০৯	শিউলি বেগম, স্বাঃ ফরিদ শেখ	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
১০	রেকছনা বেগম, স্বাঃ মোনতাজ শেখ	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
১১	রাশিদা বেগম, স্বাঃ আলি আকবার মোল্যা	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
১২	গনি ফকির,স্বাঃ আকবর ফকির	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
১৩	নাজমুল শেখ, পিতা- সমশের শেখ	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
১৪	ফরিদ শেখ, স্বাঃ মোহাম্মদ আলী শেখ	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
১৫	অনিতা মন্ডল,স্বাঃ হিরন মন্ডল	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	
১৬	আম্বিয়া, স্বাঃ আঃ সাত্তার	নিরক্ষর	স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন	

নিম্নে বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগার দরিদ্রের পরিবার ভিত্তিক ঋণের আওতায় প্রত্যেককে ১০০০০/- টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত করা হয়েছে ।

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	নাজমা বেগম, স্বাঃ আঃ সালাম শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০২	কারিমা আফরিন, পিতা- আঃ সালাম শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৩	আঃ সালাম শেখ, পিতা-রকমতুল্লা	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৪	পারুল বেগম, স্বাঃ গনি ফকির	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৫	গনি ফকির, পিতা- আবুবকর ফকির	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৬	আকলিমা বেগম, স্বাঃ শওকত হোসেন	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৭	রেখা বেগম, স্বাঃ হাবিবুর রহমান	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৮	হাবিবুর হাওলাদার, পিতা-আলী হাওলাদার	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৯	মোঃ শওকত হোসেন, স্বাঃ কালাচাদ জোয়াদ্দার	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১০	আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিতা-ইসমাইল শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১১	সখিনা বেগম, স্বাঃ আশিক শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১২	শারমিন বেগম, স্বাঃ ফারুক শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৩	রেখা বেগম, স্বাঃ সাইফুল ইসলাম	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৪	ফারুক শেখ, পিতা- লতিফ শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৫	গুলশানারা সুমি, পিতা-আলি আকবর শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৬	শিউলি বেগম, স্বাঃ ফরিদ শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৭	ফরিদ শেখ, পিতা- মহম্মদ আলী শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৮	মোঃ নজরুল ইসলাম, স্বাঃ হাকিম মুন্সী	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৯	জোহরা বেগম, স্বাঃ নজরুল ইসলাম	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২০	নাজিম মুন্না, পিতা- নজরুল ইসলাম	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
২১	মোঃ মুরাদুল ইসলাম, পিতা- নুর মুহম্মদ শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২২	রাবেয়া ইয়াসমিন, পিতা-নুর মুহম্মদ শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৩	মোঃ ফরহাদ শেখ, পিতা-মৃত নুর মুহম্মদ শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৪	কলি বেগম,স্বাঃ ফরহাদ শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৫	ইরানী বেগম, স্বাঃ সালাম শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৬	মোঃ কামরুল ইসলাম, পিতা-শামছুর রহমান	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৭	সুরাইয়া আক্তার, পিতা- আঃ হালিম মোল্লা	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৮	আকলিমা বেগম, স্বাঃ আঃ হালিম মোল্লা	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৯	মোঃ মিরাজুল শেখ, পিতা-আঃ রাজ্জাক	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩০	মনোয়ার বেগম, স্বাঃ আঃ রাজ্জাক	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩১	মোঃ নিয়ামুল কবির, পিতা-কেরামত আলী শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩২	রেহেনা বেগম, স্বাঃ নিয়ামুল কবির	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩৩	ইজাজ শেখ, পিতা- ইব্রাহীম শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩৪	ওজিফা বেগম, স্বাঃ মোঃ মুস্তাজ শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩৫	রুমানা পারভীন, স্বাঃ নাজমুল হাসান	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩৬	জাহানারা লিনা, পিতা-ছবেদ আলী	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩৭	মনিরুল ইসলাম, পিতা-ছবেদ আলী শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩৮	রবিউল ইসলাম, পিতা- আঃ জলিল	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৩৯	লিপি বেগম, স্বাঃ রবিউল ইসলাম	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪০	মাছুম শেখ, পতা- আঃ গফুর শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪১	মোঃ বদরুজ্জামান, পিতা- ছিদ্দিকুর রহমান	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪২	সেলিনা জামান, স্বাঃ বদরুজ্জামান	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪৩	রহিমা বেগম, স্বাঃ আজাদ শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪৪	তাজলিমা বেগম, স্বাঃ মৃত মফিজুল শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪৫	মোঃ হাবিবুর রহমান, পিতা-রফিকুল শেখ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪৬	মনিরা বেগম, স্বাঃ মোঃ আবুল কালাম	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪৭	মোঃ আবুল কালাম, পিতা-দ্বীন মুহম্মাদ	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪৮	শুকজান বেগম, স্বাঃ কামরুল কামাল	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৪৯	ডাঃ ফজলুল হক, স্বাঃ নাসির উদ্দীন	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
৫০	রুবিনা বেগম, স্বাঃ ডাঃ ফজলুল হক	হতদরিদ্র	দরিদ্রমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা

নিম্নে বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগার বেকারদের মাঝে রূপসা উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তর থেকে বিনামুল্যে মুরগী,মুরগীর ঘর ও মুরগীর খাবার প্রদান তালিকা ।

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	গুলশানারা সুমি, পিং- আলি আকবার মোল্লা	বেকার	বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০২	জাহানারা লিনা, পিং- সবেদ আলী	বেকার	বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৩	রেহেনা বেগম, স্বাঃ নুর ইসলাম শেখ	বেকার	বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা

নিম্নে বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগার বেকারদের মাঝে বিনামুল্যে সেলাই মেশিন প্রদান তালিকা

ক্রঃনং	নাম, পিতা/স্বামীর নাম	পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১	সুরাইয়া আক্তার আন্নিকা, স্বাঃ নাজিম মুন্না	বেকার	বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০২	সুরাইয়া আক্তার সুমি, পিং- হালিম মোল্লা	বেকার	বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা

নিম্নে বেকারমুক্ত গ্রাম মাছুয়াডাংগার বেকারদের মাঝে রূপসা উপজেলা মৎস্য দপ্তর থেকে বিনামুল্যে মৎস্য,মৎস্য পোনা প্রদান তালিকা ।

০১	শিউলি আক্তার লুচি, স্বাঃ কামরুজ্জামান	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
০২	মোঃ নাজমুল শেখ অপু,পিং-ফারুক শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
০৩	মোহাম্মদ মুরাদুল ইসলাম, পিং-নুর মোহাম্মদ শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৪	মোঃ রাসেল শেখ, পিং-আঃ রাজ্জাক শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৫	আব্দুল্লাহ আল মামুন, পিং- ইসমাইল হোসেন	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৬	নূর-ই-জিনাত নিশা, পিং- মোস্তাক আহমেদ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
০৭	মোঃ নাজমুছাদাত বাবলু, পিং- আঃ লতিফ মোল্যা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
০৮	তরিকুল ইসলাম ডালিম, পিং- আব্দুল লতিফ মোল্যা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
০৯	মোসাঃ শাকুরা সুলতানা, পিং- আঃ সালাম শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১০	নুর নাহার, পিং- মৃত হামিদ শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১১	মোঃ আরিফুল ইসলাম, পিং- মোনতাজ শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১২	মোঃ মাছুম শেখ, পিং- আঃ গফুর শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৩	মোঃ ফরহাদ শেখ, পিং- মৃত নুর মোহাম্মাদ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৪	আব্দুল্লাহ, পিং- মৃত মফিজুল ইসলাম	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৫	মোছাঃ ফারহানা খাতুন, পিং- আঃ ছাত্তার মোল্লা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৬	খাদিজা, স্বাঃ রফিকুল ইসলাম	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৭	মোঃ কামরুল ইসলাম, পিং- সফিউদ্দিন মোল্লা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
১৮	মোঃ নিয়ামুল কবির শেখ, পিং- মৃত কেরামত আলী শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
১৯	মোঃ আবুল কালাম শেখ, পিং- মৃত দ্বীন মুহম্মদ শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২০	হালিমতুছ সাদিয়া, পিং- ক্বারী আঃ রশিদ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২১	জান্নাতুল ফেরদাউছ (চাঁদনী), পিং-মোঃ মতিয়ার রহমান	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২২	মাহিনুর বেগম, স্বাঃ সাগর	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৩	মোঃ আব্দুল্লাহ-আল মামুন, পিং- রমজান শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	ঋণ গ্রহীতা
২৪	মোঃ শেখ সাদী সর্দার, পিং- মোঃ চাঁন সর্দার	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৫	মোঃ ফেরদাউছ সর্দার, পিং- চাঁন সর্দার	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৬	মোঃ রনি শেখ, পিং- ইব্রাহিম শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৭	মোঃ আল আমিন শেখ, পিং- আলী মর্তুজা	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	
২৮	মোঃ ইকরাম শেখ, পিং- মোঃ ইব্রাহিম শেখ	বেকার	মৎস্য চাষ প্রকল্প দ্বারা বেকারমুক্ত	

প্রধান শিক্ষকের কাছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের চিঠি

মাননীয়

মহাশয়, আমার ছেলেকে জ্ঞানার্জনের জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করলাম। তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন- এটাই আপনার কাছে আমার বিশেষ দাবী।

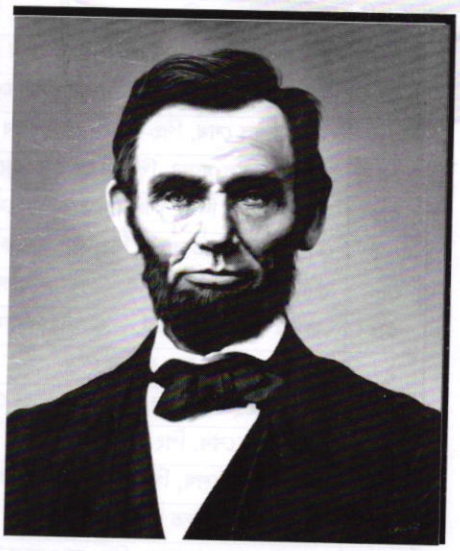

আমার ছেলেকে অবশ্যই শেখাবেন-সব মানুষই ন্যয়পরায়ণ নয়, সব মানুষই সত্যনিষ্ট নয়। তাকে এও শেখাবেন, প্রত্যেক বদমায়েশের মধ্যেও একজন বীর থাকতে পারে, প্রত্যেক স্বার্থপর রাজনীতিকের মাঝেও একজন নিঃস্বার্থ নেতা থাকে। তাকে শেখাবেন, প্রত্যেক শত্রুর মধ্যে একজন বন্ধু থাকে। আমি জানি এটা শিখতে তাঁর সময় লাগবে। তবুও যদি পারেন তাকেও শেখাবেন, পাঁচটি ডলার কুড়িয়ে পাওয়ার চেয়ে একটি উপার্জিত ডলার অধিক মূল্যবান। এও তাকে শেখাবেন, কিভাবে পরাজয়কে মেনে নিতে হয় এবং কীভাবে বিজয়োল্লাস উপভোগ করতে হয়। হিংসা থেকে দূরে থাকার শিক্ষাও তাকে দেবেন। যদি পারেন নীরব হাসির গোপন সৌন্দর্য তাকে শেখাবেন। সে যেন আগে ভাগেই একথা বুঝতে শেখে, যারা পীড়নকারী তাদেরকেই সহজে কাবু করা যায়। বইয়ের মধ্যে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তাও তাকে বুঝতে শেখাবেন।

আমার ছেলেকে শেখাবেন, বিদ্যালয়ে নকল করার চেয়ে অকৃতকার্য হওয়া অনেক বেশি সম্মান জনক। নিজের উপর তার যেন সুমহান আস্থা থাকে। এমনকি সবাই যদি সেটাকে ভুলও মনে করে।

তাকে শেখাবেন ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্র আচরণ করতে, কঠোরদের প্রতি কঠোর হতে। আমার ছেলে যেন শক্তি পায় হুজুগে মাতাল জনতার পদস্থ অনুসরণ না করে। সে যেন সবার কথা শোনে এবং তা সত্যের পর্দায় ছেঁকে যেন ভালোটাই শুধু গ্রহণ করে-এ শিক্ষাও তাকে দেবেন।

সে যেন শেখে, দুঃখের মধ্যে কীভাবে হাসতে হয়, আবার কান্নার মধ্যে যে লজ্জা নেই একথা তাকে বুঝতে শেখাবেন। যারা নির্দয়, নির্মম তাদেরকে সে যেন ঘৃণা করতে শেখে আর অতিরিক্ত আরাম আয়েশ থেকে সাবধান থাকে।

আমার ছেলের প্রতি সদয় আচরণ করবেন, কিন্তু সোহাগ করবেন না। কেননা আগুনে পুড়েই ইস্পাত খাঁটি হয়। আমার সন্তানের যেন অধৈর্য্য হওয়ার সাহস না থাকে, থাকে যেন তার সাহসী হওয়ার ধৈর্য্য। তাকে এ শিক্ষা দেবেন নিজের প্রতি তার যেন সুমহান আস্থা থাকে, আর তখনি তার সুমহান আস্থা থাকবে মানব জাতির প্রতি।

ইতি-
আপনার বিশ্বস্থ
আব্রাহাম লিঙ্কন

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

২০২১: ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ

২০৪১: উন্নত বাংলাদেশ

১ একটি বাড়ি একটি খামার

২ কমিউনিটি ক্লিনিক

৩ নারীর ক্ষমতায়ন

৪ সবার জন্য বাসস্থান

৫ শিক্ষা সহায়তা

৬ ডিজিটাল বাংলাদেশ

৭ পরিবেশ সুরক্ষা

৮ বিনিয়োগ বিকাশ

৯ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

১০ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ